CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 September, 2023 ■ আগরতলা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৯ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশ্ব পর্যটন দিবসে

পর্যটন শিল্পের বিকাশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শান্তি ও নিরাপত্তা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। পর্যটন শিল্পের বিকাশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শান্তি-নিরাপত্তা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাজ্যে এখন শান্তির পরিবেশ রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এরফলে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাও বেড়েছে। আজ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্যালেসে রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩'র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্পতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। উত্তর পূর্বা'লের সার্বিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কার্যকর করেছে। এই পলিসি কার্যকর হওয়ার পর ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশে গতি এসেছে। যা আগে পরিলক্ষিত হয়নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গলি রাজ্যের পর্যটনের ব্যাণ্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন। এটা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে রাজ্য সরকার ট্যুরিস্ট পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন উন্নত রেল, সড়ক ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। খুব দ্রত আগরতলা থেকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও চালু হবে। আগরতলা-আখাউড়া রেল যোগাযোগ এবছরই চালু হবে। সাবমে মৈত্রী সেতু চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বিনিয়োগকারীদের পর্যটন শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্প আগামীদিনে রাজ্যের জিডিপি বাড়াতেও সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। আমাদের রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রগুলি এই সম্ভাবনাকে আরও উজ্জল করেছে। আমাদের রাজ্যে প্রত্নতত্ত্বের যে সম্ভার রয়েছে তা পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আক'ষ্ট করতে জনজাতি সম্পদায়গুলির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশেও সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এই কাজে জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে ত্রিপুরাকে তুলে ধরতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গলিকে ব্যাণ্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি আগামী অক্টোবর মাসে দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসবেন। ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে তিনি উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় ১৬৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে স্বদেশ দর্শন-১ প্রকল্পে ৯০ কোটি টাকা এবং স্বদেশ দর্শন-২ প্রকল্পে ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব পর্যটন দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নাগেরজলা স্ট্যান্ডে অনির্দিষ্টকালের বাস পরিষেবা বন্ধের ডাক ৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। প্রশাসনের বিরুদ্ধে রীতিমতো অভিযোগের আঙ্গুল তুলে ৫ অক্টোবর থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য নাগেরজলা স্ট্যান্ড থেকে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মালিক ও শ্রমিকরা।

পরিবহনমন্ত্রী, পরিবহন দপ্তরের কমিশনার, পশ্চিম জেলাশাসক, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের বহুবার চিঠি দিয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আগামী ৫ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যাত্রীবাহী যানবাহন পরিষেবা বন্ধ রাখার হুমকি দিল নাগেরজলা বাস মালিক ও শ্রমিক সংগঠন।এইদিন নাগেরজলা স্ট্যান্ডে সাংবাদিক সম্মেলন করে দক্ষিন ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি দেবব্রত সরকার জানান, নাগেরজলা ও বটতলা স্ট্যান্ডের দীর্ঘ দিনের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগেরজলা স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও বহু যানবাহন বটতলা দাড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করে। ফলে নাগেরজলা স্ট্যান্ডে থাকা গাড়িগুলি যাত্রী পায় না। খালি গাড়ি নিয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যেতে হয় তাদের। এতে করে বাস মালিক ও শ্রমিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয় প্রতিনিয়ত। তারা বলেন, গাড়ি চালিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি ঠিকভাবে দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

মালিকরা লাভের মুখ দেখেন না।এই নিয়ে দফায় দফায় সরকার, প্রশাসন ও পরিবহন দপ্তরের সাথে আলোচনা করার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় দাড়িয়ে নাগেরজলা বাস মালিক ও শ্রমিক সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৫ অক্টোবরের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে তারা পরিষেবা প্রদান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেবে। আর যান চলাচল যদি বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য নাগেরজলা বাস চালক ও মালিকরা দায়ী থাকবে না। দায়ী থাকবে সরকার ও প্রশাসন। পাশাপাশি তারা আরো দাবি জানান সরকারি কাজে ব্যবহৃত গাড়ির বিল আসন্ন দুর্গাপূজার আগে নিতে দিতে হবে, গাড়ি চালক এবং মালিকদের প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এখন দেখার এই বিষয়ে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করে কিনা।

চিকিৎসা গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আবারো ও রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে বিনা চিকিৎসায় ও চিকিৎসা কর্মীদের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

মৃত রোগীর পিতার অভিযোগ, মঙ্গলবার ছেলের সার্জারির পর সুস্থ ছিল ছেলে। চিকিৎসক বলেছিলেন সার্জারি সফল হয়েছে। আচমকা রোগীর মৃত্যুতে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুললেন মৃতের পরিবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জিবি হাসপাতালে বিলোনিয়ার প্রানজিতের পেটে পাথরের সার্জারি হয়। দক্ষিণ বিলোনিয়া বরোজ কলোনির ১৬ বছরের প্রানজিৎ মজুমদারের জিবি হাসপাতালে সার্জারি হয়। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সে সুস্থ ছিল। বাড়ির অন্যান্য লোকজনেরা কথাও বলে ছেলের সাথে। কিন্তু বুধবার সকালে জানতে পারে তার মৃত্যু হয়েছে। ছেলের শারীরিক অবস্থার কোন অবনতির লক্ষণ ছিল না বলে দাবি তার বাবার। তিনি আরো জানান, রাতে নাকি ছেলেকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন তার বাবা। কিন্তু প্রাণজিৎ এর পিতাকে জানানো হয় সবকিছু ঠিক আছে। দেখা করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয় স্বাস্থ্যকর্মীরা। মৃতের পিতার প্রশ্ন সার্জারি যেহেতু সফল হয়েছে, তারপরও কিভাবে মৃত্যু হয় ছেলের? কেন তার পরিবারকে আগে কিছুই বলেনি ? রোগীর পরিবারের ধারণা এভাবে রোগীর মৃত্যু অভাবনীয় ঘটনা। এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে বলে মনে করছে সকলে। মৃত রোগীর পরিবার বিষয়টি তদন্তের দাবি করেছে ।

প্রাণজিৎ -এর দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী তার মৃত্যুর পর গা ঢাকা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে রোগী মৃত্যুর আসল রহস্য উদঘাটন এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। নাবালকের মৃত্যুতে তার পরিবার পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন হাসপাতাল চত্বরে।

পদ্ম শিবিরে যোগ দিল ২৩ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে জনজাতিদের মধ্যে আঞ্চলিক দলের মোহ ভাঙতে শুরু হয়েছে। প্রতিদিন চলছে যোগদান শিবির। পাল্লা ভারী হচ্ছে জাতীয় দলগুলির। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে হয় এক যোগদান সভা। এদিন ২৩ জন ভোটার তিপ্রা মথা এবং আইপিএফটি সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দল ছেড়ে যোগদান করেছেন পদ্ম শিবিরে। উপস্থিত প্রদেশ বিজেপির সহ- সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মা দুর্গার মর্তে আগমন আর মাত্র সময়ের অপেক্ষা। তাই মুর্তিপাড়ায় চলছে চরম ব্যবস্তা। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশের হাতে আটক দুই নেশা কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ভয়ংকর নেশার কবলে ভাসছে যুবসমাজ। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও নেশা কারবারিরা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে তাদের নেশা বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার বেলাফাং এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ দুই নেশা কারবারিকে আটক করল খোয়াই থানার পুলিশ। সঙ্গে নেশা কারবারের কাজে ব্যবহৃত একটি অটো কেও আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজু দেব এবং প্রসেনজিৎ দেব রায়। তাদের বাড়ি সিধাই মোহনপুর থানা এলাকায়। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে আটক ২ নেশা কারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের নাম ধাম উদ্ধার করার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে পুলিশ। উল্লেখ্য খোয়াই শহর, শহরতলী সহ সর্বত্র নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের বাড় বাড়ন্তে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম। যুবসমাজ নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। বহু পরিবার তাদের সন্তানকে এই ভয়ংকর পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। এজন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা আক্রান্ত

৩ বছরের কারাদন্ড এবং জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জল নিয়ে শুরু হয়েছিল ঝামেলা। তারপর এক নাবালককে মাথায় তুলে আছাড় দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যাক্তির নাম কানাই দেবনাথ। বুধবার সিপাহিজলা জেলার জেলা ও দায়রা জজ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকার পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেছেন আইনজীবী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয়

বাড়ির জন্য মা-বাবাকে তাড়াল পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সামাজিক অবক্ষয়ের চরম নির্দশন প্রত্যক্ষ করল বিলোনীয়াবাসী ,নিজের জন্মদায়িনী মা বাবাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বাড়ির দখল নিলো পাষন্ড ছেলে, বিলোনীয়া থানা থেকে ঢিল ছোড়া দুরুত্তে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সুভাষ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনা। বিষ্ণু প্রিয়া দাস ও তার স্বামী হরিলাল দাস নিজেদের ঘাম রক্ত ঝড়িয়ে তিল তিল করে টাকা জমিয়ে বাড়ী করেছেন নিজের চেষ্টায় চারশত রাবারের গাছের বাগান করেছেন। স্বপ্ন ছিল তাদের জীবন কষ্টে কাটলে ও তাদের একমাত্র ছেলে সঞ্জয় দাস বড় হয়ে বিয়ে সাধি কোরে বিষ্ণু প্রিয়া দেবি ও হরিলাল দাসকে বৃদ্ধ বয়সে দেখভাল করবেন একটু সুখে জীবন কাটাতে পারবেন, এটাই ছিলো আশা কিন্তু সে আসাতে বাধ সাধলো ছেলে বউয়ের অসভ্যতা, প্রতিনিয়ত নিপীড়ন চলে বৃদ্ধ মা বাবার ওপর, নিজেরা সারা জীবন কষ্ট করেছেন ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য, করেছেন ও, কিন্তু করে কি হবে ছেলে ছেলের বউয়ের জীবন সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে আজ নিজেরাই অসুরক্ষিত ,ছেলের সঞ্জয় বড় হয়েছে মনের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করিয়েছেন পি আর বাড়ী থানার অন্তগত রাধানগর থেকে পিংকি দে কে ৭ বৎসর পূর্বে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলেছেন ,ছেলের বিয়ের পর থেকেই সুখের সংসারে নেমে আসে কালো অন্ধকারময় দিন , অভিযোগ ছেলে সঞ্জয় দাস ও তার স্ত্রী ছেলের শ্বশুর হরিন্দ্র দে ও শাশুড়ির দীপালি দের কুপ্ররোচনায় প্রথম অবস্থায় নানা অজুহাতেই সঞ্জয় দাস ও তার স্ত্রী পিংকি দে বৃদ্ধ দম্পতি বিষ্ণু প্রিয়া দাস ও হরিলাল দাসের উপর মানষিক নির্যাতন করতে থাকে, মা বাবার উপর মানষিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘদিন যাবত ৮ নং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা। কর্তৃপক্ষের হেলদোল না থাকার পর অবশেষে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা বুধবার সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধে শামিল হয়। মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। রাস্তার সংস্কারে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর নাদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শনিছড়া লম্বাগাছ সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হয় স্থানীয় এলাকাবাসী সহ গাড়ি চালকেরা। সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট থেকে টানা একঘন্টা এই পথ অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। পরবর্তীতে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষীন্দর সিনহা গ্রামবাসী সহ চালকদের আশ্বস্ত করেন অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা হবে। শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। তারা জানান, কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে রাস্তা সংস্কারের কাজ। এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ মুক্ত হয়। উল্লেখ্য, এই এক ঘন্টার অবরোধে দুই দিকে বহু যানবাহন আটকে যায়। প্রচন্ড গরমে যানবাহন চালক এবং সহচালকদের হাস ফাঁস অবস্থা দেখা যায়। এখন কবে নাগাদ এই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগায় প্রশাসন সেটাই দেখার।

অন্যদিকে, বাগমা — গর্জনমুড়া রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার লোকজন। বিভিন্ন গ্রামীন এলাকাগুলিতে চোখ রাখলে রাস্তার ভগ্নদশা লক্ষ্য করা যায় প্রতিনিয়ত। কৃষি নির্ভরশীল এলাকার যোগাযোগের রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন খোদ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ গ্রামের মানুষ। উদয়পুর মহকুমার ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের ২০ নম্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৪৪ ▫২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং▫ ১০আশ্বিন ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্রী নয়

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রুণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২, ৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১,১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২,০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১, ৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে। ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে ”খোয়া-পায়া” নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৪৭-তে, ২৪ ঘন্টায় দেশে সুস্থ ৪৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ৫০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৬৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,১৫৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৫,১০৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭১,২৭৫-তে পৌঁছেছে।

কাবেরীর জল নিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির, সিদ্দারমাইয়া সরকারকে তোপ ইয়েদুরাপ্পা ও তেজস্বীর

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাবেরীর জলের 'বড় অংশ' তামিলনাড়ুকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবারই বেঙ্গালুরুতে বনধ পালন করেছে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলি। এবার এই একই ইস্যুতে বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপি। সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল কর্ণাটকের বিরোধী দল। বিজেপির এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিএস নেতা এইচ ডি কুমারস্বামীও।

কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার, তাঁদের অবশ্যই জানা উচিত, তাঁদের তামিলনাড়ুর এজেন্টদের মতো আচরণ করা উচিত নয়। তাঁদের প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের প্রায় সমস্ত জলাধারে জল এমনকি পানীয়ের জন্যও পর্যাপ্ত নয়, প্রধানমন্ত্রী এতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের অধীন। তাঁর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। আবার ইয়েদুরাপ্পার ছেলে বিজয়েন্দ্র ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'বর্তমান কংগ্রেস সরকার কাবেরী ইস্যুকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। কৃষকরা আক্ষরিক অর্থে রাস্তায় নেমেছে এবং দিনে দিনে তামিলনাড়ুতে জল প্রবাহিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার নিজ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।'

বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য বলেছেন, 'বর্তমানের কর্ণাটক সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কর্ণাটককে অবশ্যই তামিলনাড়ুতে কাবেরির জল ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।' বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কুমারস্বামী বলেছেন, 'রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা এখন রাজ্যের কৃষকদের জীবন নিয়ে খেলছে। এই কারণেই জেডি(এস) এবং বিজেপি উভয়ই প্রতিবাদ করছে।”

শরতের দুর্গোৎসবেও জলমগ্ন থাকেন ক্ষীরগ্রামের দশভুজা

পুরাণ, ইতিহাস আর স্বপ্নাদেশের মতো লোককাহিনির কত যেমালা গাঁথা রয়েছে আমাদের গ্রামবাংলায়, তার সীমা-পরিসীমা নেই। একটা সময় ছিল, যখন ধনী জমিদার কিংবা সম্পন্ন মানুষ, ডাকাত বা লুণ্ঠনকারী শত্রু-সৈন্যর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, মূল্যবান অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, ধাতুনির্মিত বাসনপত্র, এমনকি গৃহদেবতাকেও জলাশয়ের নীচে লুকিয়ে রেখে দিতেন।

অষ্টধাতু-নির্মিত বা রত্নখচিত এমন নানা দেবদেবীর বিগ্রহ নানা জলাশয় থেকে পাওয়াও গেছে।

কিন্তু যে দেবীর কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরতে চলেছি, সেই দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভিন্ন কাহিনি। দেশে-বিদেশে দেবীপক্ষে মণ্ডপে মণ্ডপে যখন দুর্গাপ্রতিমা পূজিতা হন, তখন কিন্তু আর এক দুর্গাপ্রতিমা থাকেন জলের তলায়। তাঁর দর্শন মেলে না শারদোতবে, অকালবোধনের দিনগুলিতে।

দেবীমাহাত্ম্যের অন্তরালবর্তী পৌরাণিক কাহিনিতে দেখি, দেবী ভদ্রকালী এক রাতে স্বপ্নাদেশ দিলেন পুরাকালীন রাজা হরিদত্তকে, প্রতিদিন তাঁর নামে একটি নরবলি উৎসর্গ করা না হলে, তাঁর রাজ্য ধ্বংস হবে। ভয়ঙ্কর এমন আদেশের কথা শুনে প্রজারা প্রাণভয়ে সে রাজ্য ছেড়ে দেশান্তরি হল। এ দিকে প্রজাবতল হরিদত্ত পড়লেন উভয়সঙ্কটে এক দিকে দেবীর আদেশ, অন্য দিকে তা পালন করতে গিয়ে রাজ্যকে প্রজাশূন্য হতে দেওয়া।

আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম সাত দিন দেবীর সামনে বলি দিতে হল একে একে রাজার সাত সন্তানকে। বাকি ছিলেন রাজার পুরোহিত আর তাঁর একমাত্র পুত্র, কিন্তু সপ্তম দিনের সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোহিতও সপরিবার পালিয়ে গেলেন। দুর্যোগের সেই রাতে পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ঝড়জলের মধ্যে কেন তাঁদের ঘর ছেড়ে বেরোতে হল। পুরোহিত সজল চোখে তাঁকে সব কিছু জানালে, করুণা হল বৃদ্ধার। তিনি এ বার আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিই দেবী মহামায়া। এর পর তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, অতি প্রিয় সাত সন্তানকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই রাজা তাঁর ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর নরবলির দরকার নেই, পুরোহিত নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে রাজাকে দেবীর আদেশের কথা জানিয়ে দিতে পারেন।

দেবীর নির্দেশমতো পুরোহিত ঘরে ফিরে রাজাকে সব কথা জানালেন, মায়ের দয়াতেই রাজার সাত ছেলে আবার তাদের জীবন ফিরে পেল। রাজা মহামায়ার অভয়বাণীর কথা প্রচার করে দিতে প্রজারা সব রাজ্যে ফিরে এল। দেবীরই আদেশেই ভদ্রকালীর মূর্তির বদলে প্রতিষ্ঠিত হল দেবী দশভুজার মূর্তি। দেবীমূর্তির এই রূপান্তরের কাহিনি বর্ণিত আছে ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে।

পরবর্তী কালে আবার সেই দেবীকেই পাওয়া গেল জলদুর্গা রূপে। সেখানেও এক কাহিনি। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ অনুসারে, মহীরাবণ পৃথিবীজাত এক অসুর বা রাক্ষস। তাকে রাবণ লঙ্কায় এনে মন্দোদরীর হাতে প্রতিপালনের জন্য

দেন। পরে রাবণ তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিতের সহায়তায় পাতালরাজ বলিকে পরাজিত করে পাতালের কাঞ্চনা নগরী অধিকার করেন এবং মহীরাবণকে তার রাজা করেন। মহীরাবণ রাবণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে স্মরণ করলেই তিনি উপস্থিত হবেন। ভদ্রকালী বা দেবী মহামায়ার সেবক মহীরাবণ, রাবণেরই আদেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বলি দেওয়ার পরিকল্পনা করে, ছলনা করে পাতালে নিয়ে যায়। পরে মহাবীর হনুমান, পাতালে গিয়ে মহীরাবণ বধ করে রাম- লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি পাতালবাসিনী ভদ্রকালীকেও মাথায় করে এনে তাঁকে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামীর লেখায় পাওয়া যায়, "পাতাল হইতে হনু গমন করিল/ ক্ষীরগ্রামে আসি তথাদেবীরে স্থাপিল"

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম কারণ, এই সতীপীঠে দেবীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে লিখেছেন, 'ক্ষীরগ্রামে ডানি পা'র অঙ্গুষ্ঠ বৈভব/ যুগাদ্যা দেবতা "ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব" দেবী যোগাদ্যার ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম ক্ষীরগ্রাম।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত শাক্তপীঠ এই ক্ষীরগ্রামেই প্রতিষ্ঠিত যোগাদ্যা দেবী নামে খ্যাত মা দুর্গার প্রস্তরবিগ্রহ। বর্ধমান স্টেশন থেকে কাটোয়াগামী ট্রেনে চেপে নামতে হয় কৈচর হল্ট স্টেশনে। সেখান থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পাওয়া যায় টোটো। তাতে করে যেতে হয় ক্ষীরগ্রাম। দেবী সারা বছরই থাকেন ক্ষীরদিঘির জলের তলায়।

বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে গভীর রাতে দেবীর মূর্তিটি জল থেকে তুলে এনে অল্প সময়ের জন্য মন্দিরে রাখা হয়। একমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তিতে দেবী সূর্যের মুখ দেখেন। সে দিন দেবীদর্শনের জন্য দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে সমবেত হন ক্ষীরগ্রামে।

দেবীপূজার অঙ্গ, একটি অনুষ্ঠান বেশ কৌতূহল জাগায়। মাঘ মাসের প্রতি নিশীথে দেবীর বৃত্তিধারী ঢাকী (যাঁরা সারা বছর মন্দিরে ঢাক বাজান) চোখে সাত ভাঁজ কাপড় বেঁধে এক পা মন্দিরের ভিতরে, অন্য পা বাইরে রেখে বিশেষ একটি তাল বাজাতে থাকেন। "নিশিধম্বল" কিংবা "নিশিঢম্বল" নামের এই অনুষ্ঠানটি কোনও কোনও আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতীতে প্রচলিত ছিল। মন্দিরের চত্বরে এই দিন ঢাকী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারেন না। কথিত আছে, মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী মহাকালী পরে মহিষমর্দিনীরূপে যোগাদ্যা হন। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ক্ষীরগ্রাম-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারি লাভের পর, আনুমানিক ১৯৩০ সালে যোগাদ্যা দেবীর মন্দির তৈরি করে দেন। কীর্তিচন্দ্র ছিলেন উগ্রক্ষত্রিয়। পরবর্তী কালে দেবীর প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে রাঢ়ের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত বাঁকুড়া, হুগলি ও অন্যান্য জেলার গ্রামাঞ্চলেও। যে কোনও প্রাচীন পরিবারের সঙ্গে দেবীর নিত্যসেবা, পূজাবিধি ও আনুষ্ঠানিক আচারকে ঘিরেই ক্ষীরগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। এক কালে যোগাদ্যা দেবীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে নদিয়া, পাটুলি-সহ নানা জায়গার ভূস্বামীরা প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে দেবীর যে পুজো ও বলিদানের ব্যবস্থা করতেন, তার কিছু আজও অবশিষ্ট আছে। কীর্তিচাঁদ-বংশের নামে এখনও দেবীপূজার সঙ্কল্প হয়।

ক্ষীরগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী যোগাদ্যা দেবীকে কেন্দ্র করে এক কালে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মিলন ঘটেছিল। একটি অনুষ্ঠান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানটির নাম "গুয়া ডাকা"। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে ক্ষীরগ্রামের বিশিষ্ট মানুষ ও ভক্তরা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হলে পান-সুপুরি দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান মালাকার গোষ্ঠীর এক জন। প্রথমেই স্বাগত জানানো হয় ডোম সম্প্রদায়ের প্রাক্তন প্রধান "ফোপনা মশাই"-কে। পরে এরুয়ার, নাসিগ্রাম, কুসুমগ্রাম, কুড়মুন ও কালিগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরিদের উদ্দেশে গুয়া ডাকা হয়। শেষে মাঝিগ্রামের আগুরিদের প্রতি গুয়া ডাকার সময় "মাঝ" শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র সজোরে ঢাক বাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাকি কথাগুলি কেউ শুনতে না পায়। এমন আচরণের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কিছু আছে কি না, তা জানা না গেলেও প্রথাটি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

অনুমান করা যেতে পারে, অতীতে উগ্রক্ষত্রিয়রাই ওই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী হিসেবে সমাজে সম্মান ও সম্ভ্রমের পরিসর অর্জন করেছিলেন। এঁরাই দেবী এবং দেবীর পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। "যোগাদ্যা" নামটি প্রথম লক্ষিত হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সতীপীঠের সূত্রে। ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা আসলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের দেবী, পরে নাকি তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে ব্রাহ্মণরা দেবীর দখল নিয়ে নেন। এই লোকশ্রুতি অনুসারেই বুঝি এখনও যোগাদ্যা দেবীর মহাপূজার আগের রাতে মূল মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় "ডোম-চুয়ারি" খেলা। এই খেলায় প্রথমে শূদ্র, পরে ক্ষত্রিয় এবং শেষে ডোম সম্প্রদায়ের মানুষরা ব্রাহ্মণদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ব্রাহ্মণরা জয়ী হলে ডোমদের মধ্যে থেকে এক জন নিজের বুকে বেল-কাঁটা বিঁধিয়ে দেবীর উদ্দেশে শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত দিলে মহাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়। ১৫ বৈশাখ বিকেল থেকে উতব পর্যন্ত ঢাকের বদলে মন্দিরে মাদল বাজে। বৈশাখের ২৮ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দেবীর ভোগ রান্না হয় না। কারণ, কথিত আছে, দেবীকে পাতাল থেকে মাথায় করে আনতে হনুমানের ওই ক'দিন সময় লেগেছিল। চৈত্র সংক্রান্তিতে হোমযজ্ঞ দিয়ে শুরু করে এক মাস ধরে চলে লগ্ন উৎসব, ক্ষীরকলস সিঞ্চন, ময়ূরনাচ, বীরদর্পে মাটি কাঁপানো, মালাকারের বিয়ে, উলগ পুজো, ডোম-চুয়ারি খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। শেষে মহাপূজার দিন, গ্রামের সমৃদ্ধি হবে এই বিশ্বাসে, পরম্পরা মেনে অতিথি সেবার রীতি এখনও বিদ্যমান। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মায়ের মাসব্যাপী মেলায় ওই অঞ্চলের বত্রিশটি সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনোতব ভারী দৃষ্টিনন্দন।

বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাপূজার শেষে ভোররাতে দেবীর প্রস্তরমূর্তিটি জলাশয়ের গভীরে রেখে দেওয়া হয়। এর তিন দিন পরেই আবার সেটিকে তুলে এনে মন্দিরে বসিয়ে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান হয়।

বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন ছাড়া দেবী জলের তলায় থাকলেও মন্দিরে তাঁর নিত্যপূজা হয়। যোগাদ্যা দেবীর নিত্যসেবায় কিন্তু আমিষ ভোগ দিতে হয়। আবার কালীপুজোর রাতে তাঁর মহাভোগই মা কালীকে নিবেদন করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠে কিন্তু কালীপ্রতিমা রাখা হয় না। অথচ "রত্নবেদী"-তে কালীর মন্ত্রেই দেবী যোগাদ্যার পুজো হয়। তন্ত্রচূড়ামণি মতে, যেখানে এই দেবী থাকেন, সেখানে আর কোনও দেবীমূর্তি রেখে তাঁর পুজো করা বিধেয় নয়। তাই সাধারণ দুর্গাপুজোর বিধিও এই গ্রামে নেই।

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার সঙ্গে গবেষকরা উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় পাওয়া গুহাচিত্রের মহিষাসুরমর্দিনীর বেশ কিছুটা মিল দেখে, এই দেবীমূর্তিটি সুপ্রাচীন মাতৃকাদেবীর সমকালীন বলে মনে করেন। মাতৃকা অর্থাতমা, এবং তিনিই বুঝি আদি মাতা, পৌরাণিক দেবী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে, রক্তবীজ ধ্বংস করতেই দেবীর আবির্ভাব। পুরাণান্তরে, অন্ধকাসুর নিধনকালে শিবানুচরী বেশে দেবী মাতৃকার আবির্ভাব। এই মাতৃকার সংখ্যা আবার পুরাণভেদে শতাধিক। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যেও মাতৃকার নামগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সময়কালের মাতৃকাদেবীর বেশ কয়েকটি মূর্তি উদ্ধার করা গিয়েছিল। দেবীর প্রস্তরমূর্তির প্রথম সন্ধান মিলেছিল উত্তরপ্রদেশে, পরে অখণ্ড ভারতবর্ষের নানা জনপদে এমনই মূর্তির দেখা মেলে। তবে জলদুর্গারূপে দেবীর অধিষ্ঠান বাংলার এই ক্ষীরগ্রাম ছাড়া অন্যত্র বুঝি বিরল। ক্ষীরগ্রামে বর্তমানে পূজিত শিল্পসুষমামণ্ডিত দেবীপ্রতিমাটি দাঁইহাটের বিখ্যাত শিল্পী নবীন ভাস্করের তৈরি।

রহস্যভেদী যখন অর্থনীতির অধ্যাপক

সেটা ২০১৪ সাল। সদ্য অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন হার্ভার্ডের অধ্যাপক হেনরি স্পিয়ারম্যান। তার পরই টেক্সাসের সান আন্টোনিয়ো-তে মন্টে ভিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ স্বীকার করে। সেখানে খুন হন স্থানীয় শিল্পী। স্পিয়ারম্যান, যিনি একই সঙ্গে এক জন শখের গোয়েন্দাও বটে, এবং যিনি জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতি বিচার করেন অর্থনীতির নিরিখে, তখন রয়েছেন সেখানে।

তাই স্পিয়ারম্যান যে এই হত্যা-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! ওয়াকিবহল পাঠক নিশ্চয়ই এই হেনরি স্পিয়ারম্যান-কে মনে করতে পারছেন না। পারবেন কী করে! স্পিয়ারম্যান এক কাল্পনিক চরিত্র। তাঁকে তৈরি করা হয়েছে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানকে মাথায় রেখে। কল্পনার স্পিয়ারম্যানের মতোই ফ্রিডম্যানও তো বাঁচতেন, নিঃশ্বাস নিতেন অর্থনীতির আবর্তেই। স্পিয়ারম্যানের স্রষ্টা হলেন সান আন্টোনিয়ো আর ভার্জিনিয়ার দুই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অর্থনীতির অধ্যাপক উইলিয়াম ব্রেট আর কেনেথ এলজিঙ্গা। এঁরা যৌথ ভাবে এই রহস্য উপন্যাসগুলি লিখেছেন "মার্শাল জেভন্স" ছদ্মনামে। অর্থনীতির দুই অধ্যাপকের সৃষ্টি এই অর্থনীতিবিদ-গোয়েন্দার রহস্য সমাধানের প্রকরণের পরতে পরতে অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে লোফালুফি। দেখা হয়েছে কী ভাবে অর্থনীতির প্রভাব ফেলে মানুষের স্বভাব-চরিত্রে।

২০১৪-র এই অপরাধ-রহস্য "দ্য মিস্ট্রি অব দি ইনভিজিবল হ্যান্ড"-এ স্পিয়ারম্যান চেষ্টা করেন শিল্পীর বিপণনযোগ্যতা এবং মৃত্যুর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করার। বিচক্ষণ অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করেন অর্থনীতির একচেটিয়া তত্ত্ব, কোয়াস-এর অনুমান তত্ত্ব, নিলামের তত্ত্ব এবং অবশ্যই অ্যাডাম স্মিথের যুগান্তকারী কাজকে, যা "ইনভিজিবল হ্যান্ড" নামে বিখ্যাত।

স্পষ্টতই হেনরি স্পিয়ারম্যানের গল্পগুলি আর পাঁচটা গোয়েন্দাগল্প থেকে বেশ খানিকটা অন্য রকম। অন্য রকম, কারণ গোয়েন্দা এক জন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। অন্য রকম, কারণ এর লেখকদ্বয়ও অর্থনীতির অধ্যাপক। অন্য রকম, কারণ নোবেলজয়ী অর্থনীতির অধ্যাপক গোয়েন্দাটি সমস্যার সমাধান করেন অর্থনীতির তত্ত্বের ছাঁচে ফেলে মার্শাল, কেনস কিংবা অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্ব নিংড়ে। অন্য রকম, কারণ এই গোয়েন্দাগল্পের রিভিউ ছাপা হয় বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক জার্নালে। অন্য রকম, কারণ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ক্লাসে পাঠ্য করা হয় এই গল্প। এমন গোয়েন্দা কি আর আছে এক জনও?

কল্পনার গোয়েন্দার প্রয়োজন পড়ে এক জন সঙ্গী বা সহকারী। হেনরি স্পিয়ারম্যানের ক্ষেত্রে এই সঙ্গী হলেন তাঁর স্ত্রী পিজ। তিনি কিন্তু অর্থনীতিবিদ নন। এই একটা বিষয়ে মিল্টন ফ্রিডম্যানের সঙ্গে হেনরি স্পিয়ারম্যানের অমিল। ফ্রিডম্যানের স্ত্রী রোজ ছিলেন অর্থনীতিবিদ।

বিচ্ছিন্ন ভাবে অর্থনীতির তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে রেমন্ড চান্ডলার, স্ট্যানলি গার্ডনার, এডগার অ্যালান পো-র কোনও কোনও গল্পে। কিন্তু নীতিনিষ্ঠ ভাবে অর্থনীতির সূত্র কাজে লাগিয়ে গোয়েন্দাগিরির গল্পমালা সম্ভবত এটিই একমাত্র। এক জন অর্থনীতিবিদ শখের গোয়েন্দা হিসেবে রহস্য উন্মোচন করবেন এ নিয়ে গল্প লেখার পরিকল্পনা প্রথম করেন উইলিয়াম ব্রেট। তাঁকে উৎসাহ দেন এলজিঙ্গা। তিনি অংশগ্রহণও করেন সহলেখক হিসেবে। তিন বছরের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয় হার্ভার্ডের এই অর্থনীতিবিদ-গোয়েন্দার। ১৯৭৮ সালে। প্রথম বই "মার্ডার অ্যাট দ্য মার্জিন", প্রকাশক টমাস হর্টন অ্যান্ড ডটার্স। সেখানে লেখকের নাম ছিল "মার্শাল জেভন্স"। সঙ্গে ছিল কল্পিত এক লেখক পরিচিতি। "মার্শাল জেভন্স" নামটা আসলে তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের দুই ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল আর উইলিয়াম স্ট্যানলে জেভন্স-এর নাম দু'টি জোড়কলম করে।

মার্শাল জেভন্স-এর সেই গোয়েন্দা গল্প যেন সাবলীল অর্থনীতির পাঠ। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ লেখা হয়, অর্থনীতি শেখার এর চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় হতে পারে একমাত্র আইসক্রিমের মধ্যে ঢুকিয়ে তা খাইয়ে দেওয়া। যাই হোক, তখন থেকেই বইটি কিন্তু অর্থনীতির অনেক প্রাথমিক কোর্সে সম্পূরক পাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৮৯-এর মধ্যেই অন্তত চল্লিশটা মার্কিন কলেজ এবং হাইস্কুলে পাঠ্য হয়ে যায় বইটি। একই সঙ্গে বইটি বাণিজ্যিক ভাবেও তুমুল সাফল্য পায়।

এমআইটি প্রেস লেখকদ্বয়কে অনুরোধ করে হেনরি স্পিয়ারম্যানকে নিয়ে আর একটি রহস্য-উপন্যাস লিখতে। এরই ফলশ্রুতি ১৯৮৫-র বই "দ্য ফেটাল ইকুইলিব্রিয়াম"। কোনও একটা "ইউনিভার্সিটি প্রেস" গোয়েন্দাগল্প ছাপাল, এমন ঘটনা বোধহয় সেই প্রথম ঘটল দুনিয়ায়। এই গল্পে ডেনিস গোসেন নামের এক অর্থনীতিবিদের কর্মজীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশন এবং স্থায়ীকরণ কমিটির সিদ্ধান্তে, এবং সেই সঙ্গে তার জীবন সংক্ষিপ্ত হয় আত্মহত্যার কারণে। তার পর সেই কমিটির দুই সদস্য খুন হলে অভিযুক্ত হয় গোসেনের বাগদত্তা মেলিসা শ্যানন। হেনরি স্পিয়ারম্যান জড়িয়ে পড়েন তদন্তে। স্পিয়ারম্যান যখন রহস্যের জিগ পাজল-এর টুকরোগুলি জুড়তে শুরু করেন, তখনই ঝড়ের সমুদ্রে একটি বিলাসবহুল লাইনারে খুনি এবং হেনরি মুখোমুখি হন চতুর্থ এবং শেষ "ফেটাল ইকুইলিব্রিয়াম"-এর। অর্থনীতি আর থ্রিল সেখানে চলে হাত ধরাধরি করে।

১৯৯৫-তে লেখকদ্বয় লেখেন তৃতীয় বইটি, "আ ডেডলি ইনডিফারেন্স"। এই গল্পে স্পিয়ারম্যান যান ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে। সেখানে অর্থনীতির দুনিয়ায় সবচেয়ে বিখ্যাত বাড়ি, "ব্যালিয়ল ক্রফট", যা এক সময় ছিল আলফ্রেড মার্শালের বাড়ি। সেখানেও এক খুনের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন স্পিয়ারম্যান, এবং তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর নিজের জীবনও আছে বিপদের মধ্যে। তিনি সম্মুখীন হন তাঁর জীবনের সব চেয়ে পৈশাচিক হত্যাকারীর। শেষ পর্যন্ত খুনিকে তিনি ধরেন জোগান এবং চাহিদার নিয়মের কিছু জটিল রূপ ব্যবহার করে।

ব্রেট মারা যান ২০১১-তে। তাই শেষ বইটি, অর্থাৎ "দ্য মিস্ট্রি অব দি ইনভিসিবল হ্যান্ড" একাই লেখেন এলজিঙ্গা। কিন্তু সেই "মার্শাল জেভন্স"-এর যৌথ পরিচয়েই। মানুষ প্রায়শই অযৌক্তিক আচরণ করে এবং ভুল করে বসে এই অনুমানের উপর নির্ভর করেই রহস্যের সমাধান করেন স্পিয়ারম্যান।

বাস্তবের অর্থনীতির নোবেলজয়ী পল স্যামুয়েলসন বলেছেন, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এক নতুন ধরনের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি, মাস্টারমাইন্ডকে যিনি যুক্তিবাদী "হোমোইকোনমিক্স" এবং উদারবাদী। আর যাঁর কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে স্পিয়ারম্যানকে, সেই মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেছিলেন, "রহস্য সমাধানের উপায় হিসাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যবহারের এই ধারণাটা একেবারেই স্বতন্ত্র।" জন ন্যাশ বলেছিলেন, এই উপন্যাসগুলি অর্থনীতি শেখার ভাল উপায়। হেনরি স্পিয়ারম্যানের কি আর কোনও প্রশংসা প্রয়োজন?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পর্যটকদের চাপ সামলাতে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে এসি রকেট বাস

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোর আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তারপরেই পুজো। আর অনেকেই আছেন যাঁরা পুজোর ছুটিতে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ঘুরতে। কিন্তু পাহাড়ে যায়ার ট্রেনের টিকিটের আকাল। অনেক খুঁজেও টিকিট মিলছে না টিকিট। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারছেন না অনেকে। বাজেট ও ছুটির সময়সীমা অনুযায়ী তৈরি হয় পরিকল্পনা। যাঁরা মোটামুটি ৩-৪ দিন পুজোর ছুটি পান, তাঁদের অনেকেই পুজোর ছুটির গন্তব্য হিসেবে নেন উত্তরবঙ্গের পাহাড়, অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পংয়ের মতো জায়গাগুলিকে। শহরে ভিড় থেকে দূরে, পাহাড়ের কোলে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন তাঁরা। কিন্তু পরিকল্পনা করলেই তো আর সবসময় তা সাকসেস হয় না। তথ্য বলছে, ইতিমধ্যেই "হাউজফুল" দার্জিলিং ও সংলগ্ন এলাকার হোটেল ও হোম স্টেগুলি। ফলে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও একটা ঘর "ম্যানেজ" করতে পারছেন না পর্যটকরা। আবার এই পরিস্থিতিতে মুশকিল আসানে এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গমুখী বিপুল পর্যটকদের চাপ সামলাতে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে নামানো হচ্ছে এসি রকেট বাস। বাসের ভাড়া ১,২৪৫ টাকা। সময় লাগবে ১১ ঘণ্টা। এছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটে চলবে আরও পাঁচটি স্পেশাল সুপার নন-এসি বাস। সেই বাসের ভাড়া ৪৫০ টাকা। পুজোয় পর্যটকদের কথা ভেবে এই উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের। মঙ্গলবারই ডিপোয় পৌঁছে গিয়েছে এসি-রকেট বাস। যাত্রী পেলেই সেগুলির চাকা গড়াবে বলে জানাচ্ছে নিগম। এক্ষেত্রে কলকাতা ও শিলিগুড়ি ডিপো থেকে একটি করে এসি রকেট বাস চালানো হবে। রিজার্ভ রাখা হচ্ছে আরও একটি। চাহিদা বুঝে সেটিকেও নামানো হবে রাস্তায়। বুধবার নিগমসূত্রে জানা যায়, মাথপথে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ফরাক্কা, মালদা, রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরে হল্ট দেবে এই বাস। এছাড়া শিলিগুড়ি ও কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত এখন একটি করে রকেট বাস চলে, সেটিও বহাল থাকবে।

গুয়াহাটিতে সিংহল বাহিনী, আসছে বাংলাদেশ দল

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ক্রিকেটের একদিবসীয় বিশ্বকাপের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে অংশগ্রহণের জন্য আজ বুধবার সকালে গুয়াহাটি এসেছে শ্রীলংকা ক্রিকেট দল। ডাসুন শনাকার নেতৃত্বে আগত শ্রীলংকা দল গুয়াহাটিতে এসে অবতরণ করলে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। শ্রীলংকার দল আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় এসিএ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রথম ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে। আজই গুয়াহাটি এসে পৌঁছবে বাংলাদেশের দল।

চারটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের জন্য বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চারটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ হবে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। সে অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর বর্ষাপাড়ায় প্রথম ম্যাচ হবে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত ও ইংল্যান্ড এবং তৃতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যে। এছাড়া ৩ অক্টোবর এই স্টেডিয়ামে শেষ ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ হবে আফগানিস্তান এবং শ্রীলংকার মধ্যে।

ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে সমগ্র স্টেডিয়াম চত্বর সহ সংলগ্ন এলাকায়। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার পুলিশ, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে আজ থেকে স্টেডিয়াম ও সংলগ্ন এলাকায় মোতায়ন করা হয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের ফাঁকফোকর না থাকে, তার জন্য প্রতিটি বিষয় তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছে কামরূপ মহানগর জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন।

শ্রীলংকার অধিনায়ক ডাসুন শনাকার নেতৃত্বে আগত দল ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এবং ৩ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে। এর আগে শ্রীলংকা দল বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে। এক দিবসীয় ক্রিকেটে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে উপস্থিত শ্রীলংকা দলে আছেন ডাসুন শনাকা (অধিনায়ক), কুশল ম্যান্ডিস (উপ-অধিনায়ক), কুশল পেরেরা, পাঠুম নিশাংক, দিমুথ করুণারত্নে, সাদেরা সমরবিক্রম, চারিথ অশলংকা, ধনঞ্জয় ডি সিলভা, ডুনাথ হেমন্থা, মহেশ থাকসেনা, ডুনিশ ওয়ালেলাগে, কাসুন রজিথা, মাথিসা পাথিরানা, লাহিরু কুমারা, ডিলসান মধুশনকা। এছাড়া ট্র্যাভেলিং রিজার্ভে রয়েছেন শামিকা করুণারত্নে।

দেশজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ডেঙ্গুর এই বাড়বাড়ন্তের প্রেক্ষিতে বুধবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। ডেঙ্গুর প্রকোপ রুখতে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকার এবং ডেঙ্গুর প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, 'ভারতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক ডেঙ্গু বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি আধিকারিকদের সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকার এবং ডেঙ্গুর প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

পঞ্জাবের কুরালিতে রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, আহত ৮ জন শ্রমিক

মোহালি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের কুরালির চানালোন শিল্পাঞ্চল এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৮ জন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ৫ জন শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের ফেস-৬ সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৭টি ইঞ্জিন। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ কুরালির চানালোনের ফোকাল পয়েন্টের অবস্থিত শেমরক অর্গানিকস রাসায়নিক কারখানায় আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখায় কারখানার অনেকটাই অংশ পুড়ে গিয়েছে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খারার দমকল অফিসার কৌর সিং বলেছেন, প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থে আগুন ধরে যাওয়ায় দমকল কর্মীদের আগুন নেভাতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। কারখানার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

ক্যামাক স্ট্রিট দিয়েই যাচ্ছে গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) :হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বুধবার দুপুরে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছে গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল। তবে এই প্রথমবার নয়, আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে দিয়ে চাকরি প্রার্থীদের মিছিল হয়েছে। এবং তা ঘিরে কম জলঘোলাও হয়নি। এই মিছিলের বিশেষত্ব হল, প্রথম সারিতে আছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি।

মূলত মঙ্গলবার হাইকোর্টে রাজ্যের আবেদন খারিজের পর বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের এই মিছিল। থিয়েটার রোড-ক্যামাক স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে শুরু হয় মিছিল। নিজাম প্যালেসের সামনে দিয়ে রবীন্দ্র সদন মোড়, এস পি মুখার্জি রোড হয়ে যাচ্ছে মিছিল। হাজরা মোড়ে এসে মিছিল শেষ করবেন গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল নিয়ে আদালতে ধাক্কা খায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের তরফে দায়ের করা রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল পূর্বনির্ধারিত রুটেই হবে, জানিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২০ শে সেপ্টেম্বরের রায়ই বহাল রাখেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শান্তিপূর্ণ মিছিলের দায়িত্ব আয়োজক এবং পুলিশ দুপক্ষেরই, জানিয়েছে আদালত। রাজ্য সরকার যে স্কুলগুলির অসুবিধার কথা এজলাসে উল্লেখ করেছে সেগুলি কোনওটিই ক্যামাক স্ট্রিটের ওপরে নয়", কোনও বিক্ষোভ সমাবেশ নয়, মিছিল করে চলে যাবে, আপত্তি কোথায়, প্রশ্ন আদালতের। ট্রাফিক জ্যাম হবে, সওয়াল করে রাজ্য। "রাজ্য এ নিয়ে কথা বললে বিপদ বাড়বে", মামলাকারীরা ২১ জুলাইয়ের কথা বলবে, মন্তব্য করেন বিচারপতি। স্কুলের কথা ভাবলে ২১ জুলাই শহর স্তব্ধ করে দিত না, সওয়াল তোলেন মামলাকারির আইনজীবী।

পাননি দালালরাজের কোনও অভিযোগই, নির্লিপ্ত সাগর দত্ত হাসপাতালের অধ্যক্ষ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : "আপনি বেরিয়ে গিয়েছেন কেন? মাসের শেষে তো তিন লক্ষ টাকা মাইনে পান! এখানে দালালরাজ চলছে। আপনি কেন থানায় সুয়োমোটো (স্বতঃ প্রণোদিত) অভিযোগ করেননি?" মদন মিত্র হেস্তনেস্ত চাইছেন। তিনি চাইছেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'দালালরাজ' বন্ধ হোক। যা নিয়ে মঙ্গলবার হাসপাতালে পৌঁছে অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধানকে না পেয়ে তাঁকে ফোন করে প্রকাশ্যে ফোনে একপ্রকার হুমকিই দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। পাশাপাশি অধ্যক্ষের উদ্দেশে তৃণমূল বিধায়ককে বলতে শোনা যায়, অধ্যক্ষকে মদনের হুঁশিয়ারি ছিল, "এর পরে হাসপাতালে ঢুকতে পারবেন তো? ও সব দালালরাজ আরজি কর, এনআরএসে হয়। ওখানে সব চুড়ি পরে বসে থাকে। এটা কামারহাটি। যেটি ধরে নাড়িয়ে দেব।" কিন্তু তার পর গোটা একটা দিন কেটে যাওয়ার পরেও অধ্যক্ষকে সেই হুমকি নিয়ে খানিকটা নির্লিপ্তই শোনাল। বুধবার পার্থপ্রতিমবাবু সাংবাদিকদের বললেন, "আমাদের কাছে তো দালালরাজ নিয়ে কোনও অভিযোগই আসেনি।" মদনবাবু তাঁকে যে ভাবে ফোন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তা নিয়েও আগ বাড়িয়ে কিছু করতে চান না অতীতে একাধিক মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্বে-থাকা অধ্যক্ষ। তিনি কি বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছেন? শান্ত গলায় তাঁর জবাব, "এখনও তেমন কিছু ভাবিনি।" সাগর দত্তর অধ্যক্ষ বুধবার বলেন, "আমার উর্ধতনেরা যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।" স্বাস্থ্যভবন কি কিছু জানে এ ব্যাপারে? পার্থপ্রতিমের জবাব, "আপনারা লিখছেন। সংবাদমাধ্যম দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই জানেন। আমি কাউকে আলাদা করে জানাইনি।" তাঁকে কি স্বাস্থ্য দফতরের কোনও কর্তা ফোন করেছিলেন? তেমন কারও সঙ্গে কি তাঁর কথা হয়েছে? অধ্যক্ষের জবাব, "না। গতকাল (মঙ্গলবার) থেকে এখনও (বুধবার দুপুর) পর্যন্ত কেউ ফোন করেননি।"

মধ্যপ্রদেশে ট্রাক ও বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ২

মান্ডলা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলার বিছিয়া থানা এলাকায় জাতীয় সড়ক-৩০-এর বারখেদি গ্রামের কাছে। দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে, তারমধ্যে তিনজন মহিলাও ছিলেন। ২ জন গুরুতর আহতও হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ বারখেদি গ্রামের কাছে একটি ট্রাক, বিছিয়াগামী একটি বোলেরো গাড়িকে ধাক্কা মারলে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাকটি লোহার রড নিয়ে জাতীয় সড়ক ৩০-র ওপর দিয়ে আসছিল। সংঘর্ষ এতটাই মারাত্মক আকার নেয় যে বোলেরোটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনজনই মহিলা ছিলেন। এছাড়া ২জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিছিয়া থানার ইনচার্জ ধর্মেন্দ্র সিং ধুরভে জানিয়েছেন, বোলেরো গাড়িতে ছয়জন ছিলেন, তাদের মধ্যে চারজনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। দুজন আহত হন। মৃতরা হলেন, লক্ষ্মীবাই (৩৮), রানিবাই (৫৮), সুভদ্রা বাই (৪২), তিনজনই মালনওয়াড়া থানার কেওয়ালারি জেলার সিওনি গ্রামের বাসিন্দা এবং দুর্গেশ (৩২)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ইন্দ্রেশ (৩২) ও ইন্দ্রাবাই (৫৫)। সংঘর্ষে ট্রাকটিও পুরোপুরি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। পুলিশ দুর্ঘটনাটির মামলা দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অরুণাচলের শেরগাঁওকে সিলভার ক্যাটাগরির 'ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম'-এর খেতাব

ইটানগর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতের সেরা পর্যটনস্থল হিসেবে সিলভার ক্যাটাগরির স্বীকৃতি অর্জন করেছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার অন্তর্গত শেরগাঁও গ্রাম। এই স্বীকৃতি শেরগাঁও-এর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রিয়তার নিরিখে রৌপ্য বিভাগে 'ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম'-এর মর্যাদাপূর্ণ খেতাব দেওয়া হয়েছে। হিমালয়ের কোলে আবৃত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য সারা বছর পর্যটকদের এই গ্রাম আকর্ষিত করে। এই গ্রামের অত্যাশ্চর্য মনোরম পরিবেশ উপভোগ করার সবচেয়ে সময় অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে যখন আবহাওয়া শীতল এবং শুষ্ক থাকে, পরিষ্কার আকাশ যা হিমালয়ের শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যাবলি প্রকট হয়। শেরগাঁওয়ের প্রধান আকর্ষণের মধ্যে একটি শেরগাঁও মঠ, সপ্তদশ শতকের ইতিহাস বিজড়িত একটি নির্মল বৌদ্ধ মন্দির। এটি এখানকার মূল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক। উপরন্তু, মনোরম সাংটি উপত্যকা, শান্ত বমডিলা মনাস্ট্রি এবং জৈববৈচিত্র্যপূর্ণ ইগলনেস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের প্রতিও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। দর্শনীয় স্থান ছাড়াও শেরগাঁও অ্যাডভেঞ্চারাস ভ্রমণকারীদের জন্যও উপভোগ্য গ্রাম। এই অঞ্চলের কঠিন ভূখণ্ড সংলগ্ন পর্বতগুলির প্যানোরামিক দৃশ্য সহ বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক ট্রেইল ও আদর্শ ট্রেকিংয়ের জন্যও বিখ্যাত।

খুলে গেল সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, যান চলাচল শুরু

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চারদিন পর খুলে গেল শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ও কালিম্পং রুটে সরাসরি যান চলাচল। সিকিমের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্বেতিঝোরায় বিরাট ধসের কারণে এই কদিন সমস্ত গাড়ি ঘুরপথে চলাচল করছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। অবশেষে চারদিন পর বুধবার শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ও কালিম্পং রুটে সরাসরি যান চলাচল শুরু হয়েছে। এই কদিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মধ্যে গাড়ি চলাচল করেছে ঘুরপথে। শিলিগুড়ি ও গ্যাংটকের মধ্যে যান চলাচল করেছে গরুবাথান-লাভা পথে। কিছু গাড়ি তিস্তাবাজার-পেশক-কার্শিয়াং দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পেলিং-শিলিগুড়ি পথে গাড়িগুলি চলাচল করেছে দার্জিলিং-লেবং দিয়ে। গাড়ি ঘুরপথে চলায় চিন্তায় পড়েছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অবশেষ এই রুট খুলে দেওয়ায় স্বস্তিতে সকলেই।

পুজোকর্তাদের শয়নে-স্বপনে কেবল থিম সোপান

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে পুজো। এই তো সিঁড়ি। শুদ্ধ ভাষায় সোপান। ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

শুধুই কি উঠে যাওয়া! নামতে গেলেও সেই সিঁড়ি। সেই সোপান। সে জীবনপথের পথিক হোক বা সাপলুডো খেলা। আমরা সবাই তো উঠতে চাই। আরেকটু ভালো, আরও একটু ওপরে কোথাও। কাজের পদোন্নতি থেকে যশের ব্যাপ্তিতে, কোণের অন্ধকার থেকে মনের আলোয়।

সিঁড়িও তো কতরকম! সোজা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি, সাদামাটা সিঁড়ি, সাজানো সিঁড়ি। কখনো কুসুমাস্তীর্ণ, কখনো কন্টকাকীর্ণ। উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে গেলে একটু জিরোনো। আবার চলা। নিত্যদিনের নৈমিত্তিক জীবনের মলিনতা ফেলে,

একটু উঠে একটু নেমে
একটু সেজে একটু ঘেমে
একটু চলে একটু থেমে
ধাপে ধাপে উত্তরণের অন্বেষণ।

"আই উইল গো টু দ্য টপ দ্য টপ দ্য টপ"।

জীবনখাতার প্রতি পাতায় সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের সব হিসেব নিকেশ মিলিয়ে, খ্যাতির শীর্ষে উঠতে, নায়ক হতে কে না চায়! একদিন কমল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধে এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন উত্তমকুমার, প্রাণ দিয়ে গান ভালবেসে। আবার একদিন তরতরিয়ে উঠে গিয়েছিলেন অজস্র সোপান পেরিয়ে, অন্তরের ভালবাসায়, সুচিত্রা সেনের দিকে। একদিন এই সিঁড়ির বাঁকেই আচমকা দেখা হয়ে যায় স্বপ্নের সঙ্গে সাফল্যের, বাস্তবের সঙ্গে স্মৃতির, ভালো লাগা ছুঁয়ে থাকে ভালোবাসার হাত। সিঁড়ির তলার অন্ধকার ধাপে ধাপে অতিক্রম করে, জীবন পা রাখুক আলোর সোপানে।

সব চাওয়ার সব পাওয়ার শিখরে, জীবনের চরম প্রাপ্তি যেখানে পরমে বিলীন, সেইখানে বিরাজমান সচ্চিদানন্দময়ী, চিরশান্তিপ্রদায়িনী মা। আজ এখানে ধাপে ধাপে সেই সোপান বেয়ে চলুন এগিয়ে যাই মাতৃরূপ সন্দর্শনে। যেখানে প্রার্থনা নিবেদনে, অঞ্জলি প্রদানে ভক্তরা আকুল। ওই শোনো মায়ের আহ্বান, ওই বেজে উঠল শঙ্খ ঘণ্টা, ওই তো ধ্বনিত হল মঙ্গলমন্ত্র। উঠতে উঠতে সোপান বেয়ে জীবনপথের শারদ-বাঁকে, সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্কে মিলেছি আজ মায়ের ডাকে! চলছে শেষ মুহূর্তের মণ্ডপ সাজানোর কাজ। পুজোর থিম সোপান।

জনগণের অংশগ্রহণেই ইন্দোরের মতো শহরে স্বচ্ছতা ও সবুজায়ন নিশ্চিত হয়েছে : রাষ্ট্রপতি

ইন্দোর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জনগণের অংশগ্রহণেই ইন্দোরের মতো শহরে স্বচ্ছতা ও সবুজায়ন নিশ্চিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ইন্ডিয়া স্মার্ট সিটি কনক্লেভ ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার ইন্ডিয়া স্মার্ট সিটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি যে, ইন্দোর ভারতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসাবে নিজস্ব অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশের স্মার্ট শহরগুলির মধ্যে এখন ইন্দোর শীর্ষে রয়েছে। আমি ইন্দোরের সমস্ত বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের আধিকারিক, কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং অন্যান্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রশংসা করি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশের ইন্ডিয়া স্মার্ট সিটিস অ্যাওয়ার্ড কনটেস্ট ২০২২-এ "সেরা রাজ্য"-র গৌরব অর্জন করায়, আমি রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দা, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সমগ্র টিমকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। রাজ্যের সমস্ত স্মার্ট সিটিতে যে কাজ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আমি প্রশংসা করি।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমাদের গোটা দেশকেই নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।' তিনি জোর দিয়েছেন, জনগণকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে এবং নিজ শহর এবং বাসিন্দাদের প্রতি তাদের কর্তব্য বুঝতে হবে।

রানাঘাটে পাচারের আগে উদ্ধার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেনসিডিল, আটক ১

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ম্যাটাডোরে করে পাচারের আগেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল। বুধবার এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরে, নদিয়ার রানাঘাটের হাবিবপুর জাতীয় সড়কে তল্লাশি শুরু করে এসটিএফ। সন্দেহজনক নীল ম্যাটাডোর সেখানো পৌঁছা মাত্রই তাকে ঘিরে ফেলা হয়। তল্লাশি করে ম্যাটাডোর থেকে ৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ম্যাটাডোর চালক অচিন্ত্য কুমার কীর্তনিয়াকে (৩৫) সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। সে নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার অন্তর্গত হরিতলার বাসিন্দা। এনডিপিএস আইনের ধারায় রানাঘাট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিলের আনুমানিক মূল্য ২৫ লাখ টাকা। তিনি কোথা থেকে ফেনসিডিল এনেছেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে বিশ্ব পর্যটন দিবসে শিক্ষার্থীদের নিয়ে "জয় রাইড"

শিলিগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন) বুধবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে "জয় রাইড"-এর আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে সুকনা স্টেশন পর্যন্ত টয় ট্রেনে এই "জয় রাইড"-এর আয়োজন করা হয়েছিল চলন্ত ট্রেনেই হয় নানা অনুষ্ঠান। এইচএইচটিডিএন-এর পক্ষ থেকে জয় রাইডের আগে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়, যা শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'শিল্প হিসাবে পর্যটন এখন সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের জোগান দিতে পারে। এমনকী, প্রত্যন্ত এলাকাতেও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। ফলে সকলের নজর এখন পর্যটনেই।'

বিজেপির লোকজন মিথ্যাবাদী, তাঁরা যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণ করে না : অখিলেশ যাদব

রেওয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। বুধবার মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে এক নির্বাচনী জনসভায় অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'এই (বিধানসভা) নির্বাচনকে দেশের নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করুন। আগামী নির্বাচনে আপনাদের ভোট একটি বার্তা দেবে...বিজেপির লোকজন মিথ্যাবাদী, তাঁরা যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণ করে না। বলা হয়েছিল কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি দ্বিগুণ হয়েছে।'

নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে বুধবার দুপুরেই রেওয়াতে পৌঁছন অখিলেশ যাদব। তিনি তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বহু বছর ধরে মধ্যপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সমাজবাদী পার্টির কাজ করেছে এবং এখানে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রয়োজন আছে, এখানে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও অবিচার বেড়েছে। আমরা আশা করি এবার সমাজবাদী পার্টি আরও বেশি আসনে জিতবে।'

মাঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইএসএলের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান জিতে গিয়েছে এবারের আইএসএল-এ অভিষেক হওয়া পাঞ্জাবের কাছে ৩-১ গোলে। আর আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচেই হার হয়েছে বেঙ্গালুরুর। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে নিজেদের ভুলেই ডুবেছে তারা। কেরালা ব্লাস্টার্স ২-১ গোলে জিতেছিল। আজ মোহনবাগানের সামনে বেঙ্গালুরু এফসি। এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘ। তবে এ বার ভিন্ন মেরুতে দু-দল।

এবার বেঙ্গালুরুর স্কোয়াডে বেশির ভাগই নতুন ফুটবলার। দলটা তৈরি করতে সময় লাগছে। আর প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সেট টিম। বলতে গেলে গত বারের দলটাকেই ধরে রেখেছে তারা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দুর্গাপুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া

দুর্গাপুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। পুজোর চারদিন ভাল-মন্দ না খেলে কি চলে? পুজোর ভোজ সারতে অনেকেই রেস্তরাঁয় যান। অনেকেই আবার মনে করেন পুজোর ক''দিন রেস্তরাঁর উপর নির্ভর না করাই ভাল। বাড়িতেই জমিয়ে রান্না করতে পছন্দ করেন কেউ। ''ফুড ফারিস্তা''-র কর্ণধার ও রন্ধনশিল্পী শর্মিলা বসু ঠাকুরও পুজোতে বাড়িতেই রান্নাবান্না করতে ভালবাসেন। আগে পুজো মানেই ছিল ঠাকুরমা-দিদিমাদের হাতে তৈরি নানা রকম মিষ্টির পদ। শর্মিলাদের ঢাকার বাড়িতেও সেই চল ছিল। পুজোর কয়েক দিন আগে থেকেই তাঁর ঠাকুরমা শুরু করে দিতেন মিষ্টি বানানোর প্রস্তুতি। মুচমুচে খাস্তা সাদা তিলের তক্তি, চিড়ের মোয়া, লালচে মচমচে খই উপড়া বা খইয়ের মুড়কি বানানো হত বাড়িতে। বিজয়ার পর বাড়িতে কেউ এলেই দোকান থেকে কেনা মিষ্টি নয়, বরং ঠাকুরমার হাতে তৈরি সেই সব মিষ্টিই পরিবেশন করা হত অতিথিদের। এই পুজোয় বাড়িতে অতিথি এলে আপনিও কি বাড়িতে তৈরি কোনও মিষ্টি বানিয়ে তাঁদের মন জয় করতে চান। মায়ের হাতের রাঙা আলুর পায়েসের রেসিপির হদিস দিলেন শর্মিলা।

উপকরণ:

দুধ: এক লিটার

রাঙা আলু কুচি: ১ কাপ

চিনি: স্বাদমতো

ঘি: ২ টেবিল চামচ

ছোট এলাচ: ২-৩টি

এলাচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ

প্রণালী:রাঙা আলু লম্বা করে কুচিয়ে কেটে নিন। খুব বেশি মিহি করার প্রয়োজন নেই। কড়াইতে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিয়ে মিষ্টি আলু ভেজে নিন। সামান্য রং পরিবর্তন হলে দুধ ঢেলে দিন। ভাল করে বেশ কিছু ক্ষণ নাড়িয়ে দুধ ঘন করে নিন। আলু সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি মিশিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। নামানোর আগে সামন্য এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন রাঙা আলুর পায়েস।

ফিনাইলের গন্ধে অ্যালার্জি হয়?

ঘর পরিষ্কার করা মুখের কথা নয়। সারা দিন ধরে পরিষ্কার করলেও কিছুতেই ময়লা যেতে চায় না। তার উপর বাড়িতে যদি ছোট শিশু কিংবা পোষ্য থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। খুদেদের দুরন্তপনায় ঘর নোংরা হয় বেশি। তা ছাড়া, সারা সপ্তাহ অফিস আর কাজের ব্যস্ততায় বাড়ির দিকে তাকানোর সময় পান না অনেকেই। ফলে ধুলো জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যায়। সেই ধুলোর পাহাড় পরিষ্কার করা সহজ নয়। বাড়িতে শিশু থাকলে অনেকেই সাবান, ফিনাইল ব্যবহার করতে চান না। সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আপেলের খোসা দিয়ে বানানো তরল সাবান। যে কোনও সাবান বা ফিনাইলেই রাসায়নিক থাকে। সেই রাসায়নিক ছোটদের তো বটেই, বড়দের শরীরেও নানা খারাপ প্রভাব ফেলে। আপেলের খোসা দিয়ে তৈরি ঘর-পরিষ্কারের সাবানে কোনও ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে না। আপেলের খোসায় থাকে লিমোনিন নামের তেল এবং ম্যালকি অ্যাসিড। দু'টিই চটচটে ময়লা মুছতে কাজে লাগে। তা ছাড়া, কাঠের সামগ্রী চকচকে রাখতেও পারে এরা। একটি পাত্রে আপেলের খোসা আর আর এক কাপ নিন। এ বার খোসা-সহ জলটি ফোটাতে হবে। জল ফুটে গেলে, আঁচ কমিয়ে ১৫ মিনিট ওই অবস্থায় রাখতে হবে। জল ঠান্ডা হয়ে গেলে সেটি একটি স্প্রে-বোতলে ঢেলে নিতে হবে। আপেলের খোসা সিদ্ধ জল কাচ বা টেবিলে স্প্রে করে নরম কাপড় দিয়ে সেগুলি মুছে নিলেই পরিষ্কার হয়ে।

ছুটির দিনে বাড়িতেই মটন বিরিয়ানি রাঁধুন

ইচ্ছে হলেই ফোন থেকে অ্যাপের মাধ্যমে বিরিয়ানি অর্ডার দিয়ে দেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই গরম গরম বিরিয়ানি নিয়ে হাজির হয়ে যান সেই সংস্থার কর্মীবন্ধুরা। তবে স্বাদ বদলের জন্য মাঝেমধ্যে বাড়িতেও তো বিরিয়ানি রাঁধতে ইচ্ছে করে। তা হলে আর দেরি কেন? বাড়িতেই মটন বিরিয়ানি রেঁধে ফেলতে পারেন। সঙ্গে মোতি দিয়ে রাখতে পারেন নতুনত্বের ছোঁয়াও। কী ভাবে বানাবেন মোতি মটন বিরিয়ানি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

খাসির মাংস: ১ কেজি

মটন কিমা: ৩০০ গ্রাম

খোয়া: ২০০ গ্রাম

বাসমতি চাল: ৫০০ গ্রাম

কাঁচা পেঁপে বাটা বা কোরানো: ৪ টেবিল চামচ

টক দই: ৩০০ গ্রাম

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

তেল: ৫০০ মিলিলিটার

আদা-রসুন বাটা: ৫ টেবিল চামচ

পেঁয়াজ কুচি: ৩ কাপ (বেরেস্তা)

পেঁয়াজ কুচি: ২ কাপ

কেশর: পরিমাণ মতো

খাবার হলুদ রং: এক চিমটে

দুধ: ২ কাপ

ঘি: ২০০ গ্রাম

গরম মশলা: ২ টেবিল চামচ

জায়ফল, জয়িত্রী গুঁড়ো: আধ চা চামচ

গোটা গরম মশলা: ২ টেবিল চামচ

লেবুর রস: ৩ টেবিল চামচ

গোলাপ জল: ১ চা চামচ

কেওড়ার জল: ৫ ফোঁটা

মিঠা আতর: ২ ফোঁটা

প্রণালী

১) প্রথমে খাসির মাংস ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে টক দই, কাঁচা পেঁপে বাটা, আদা, রসুন বাটা, বিরিয়ানির মশলা, ধনে এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ম্যারিনেট করে রাখুন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগের রাত থেকে মাখিয়ে রাখতে পারেন। বিরিয়ানির চাল ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২) এ বার কড়াইতে তেল এবং ঘি একসঙ্গে গরম করতে দিন। তার মধ্যে দিয়ে দিন তেজপাতা, গোটা গরম মশলা। একটু রং ধরলেই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। হালকা ভাজা হলে ম্যারিনেট করা মটন দিয়ে দিন। ভাল করে কষিয়ে নিয়ে প্রেশার কুকারে অর্ধেক সেদ্ধ করে রেখে দিন। ৩) এ বার মটন কিমার মধ্যে নুন, জিরে-ধনে গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা দিন। মিনিট ২০ মশলা মাখিয়ে রেখে দিন। ৪) কড়াইতে তেল গরম হলে ম্যারিয়েট করা মাংস বলের আকারে গড়ে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলের মধ্যেই অর্ধেক সেদ্ধ করা আলু ভেজে নিন। ৫) এ বার একটি পরিষ্কার কাপড়ে বেশ অনেকটা পরিমাণ গোটা গরম মশলা দিয়ে একটি পুঁটলি তৈরি করুন। হাঁড়িতে জল গরম হতে শুরু করলে ওই পুঁটলি দিয়ে দিন। লেবুর রসও দিতে পারেন এই সময়ে। ৬) জল ফুটে উঠলে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। খুব বেশি ক্ষণ রাখার প্রয়োজন নেই। চাল আধসেদ্ধ হলেই নামিয়ে ফ্যান ঝরিয়ে ফেলুন। তার পর হাঁড়ি থেকে সমস্ত ভাত অন্যত্র ঢেলে ঠান্ডা হতে দিন। ভাত যেন ভেঙে না যায়, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ৭) এ বার বড় মুখের একটি পাত্রের গায়ে প্রথমে ভাল করে ঘি মাখিয়ে নিন। পাত্রের একেবারে নীচে খাসির মাংসের ঝোল খানিকটা দিয়ে দিন। সঙ্গে দিন কিছুটা বিরিয়ানির মশলা। কিছু ক্ষণ আঁচে গরম করে নিন। এ বার একে একে সমস্ত উপকরণ মেশাতে থাকুন। ৮) প্রথমে রান্না করা খাসির মাংস, আলু, ভেজে রাখা বেরেস্তা দিন। উপর থেকে ভাতের আস্তরণ দিয়ে পুরোটা ঢেকে দিন। ভাতের উপর ছড়িয়ে দিন ঘি, দুধে ভেজানো কেশর এবং খোয়া। তার পর আবার মাংসের স্তর সাজিয়ে দিন। ৯) আবার ভাতের আস্তরণ দিয়ে সাজিয়ে সবশেষে দুধে ভেজানো কেশর ছড়িয়ে দিন। সামান্য ঘি, বিরিয়ানি মশলা, গোলাপ জল, মিঠা আতর এবং ভেজে রাখা মটন বলগুলি সাজিয়ে দিন। ১০) এ বার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে হালকা আঁচে বসিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

নানা রকমের উপকারের কথা ভেবে নিয়মিত খেতে হবে তেঁতুল

দাঁত শিরশির করলেও উপকারের কথা ভেবে নিয়মিত খেতে হবে তেঁতুল

পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়ে গড়িয়াহাট কিংবা দক্ষিণাপনের সামনে ভিড় ঠেলে ফুচকার লাইনে দাঁড়াবেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। ফুচকার আসল মাহাত্ম্য তার টক জলে। তবে অনেকেই অম্বলের ভয়ে টক জল ছাড়াই ফুচকা খান। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, তেঁতুল গোলা ফুচকার টক জলের স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্য তার মধ্যে মেশানো হয় নানা রকম মশলা, নুন এবং লঙ্কা গুঁড়ো।

এই সব উপাদানের গুণে টক জল আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তবে এই জলের মধ্যে পুষ্টিগুণ তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু শুধু তেঁতুলের ক্বাথ শরীরের নানা উপকারে লাগে। দক্ষিণী রান্নায় তেতুঁল গোলা জল দেওয়ার প্রচলন হয়তো সেখান থেকেই।

১) ভিটামিন এবং খনিজের জোগান দেয়

তেঁতুলের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন এবং নায়াসিনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান। পাশাপাশি রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ। তাই নিয়মিত তেঁতুল খেতে পারলে শরীরে এই সব ভিটামিন এবং খনিজের ঘাটতি হয় না।

২) অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট

তেঁতুলে রয়েছে পলিফেলন এবং ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তা শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার মারণব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩) হার্ট ভাল রাখে

তেঁতুল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত তেঁতুল খেলে এই সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪) হজমে সহায়তা করে

তেঁতুলে রয়েছে টারটারিক অ্যাসিড। তাই আপাত ভাবে দেখতে গেলে এই অ্যাসিড শরীরে অম্লত্বের ভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পরিমিত পরিমাণে তেঁতুল খেলে তা হজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দুই প্রতিরোধ করতে পারে। পাশাপাশি, অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভাল রাখতে সাহায্য করে তেঁতুল।

৫) প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে

ঋতু পরিবর্তনের সময়ে ঠান্ডা লাগা এবং সর্দিকাশি থেকে রেহাই পেতে গরম জলে তেঁতুল আর গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যেগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

বাড়ির বারান্দায় একচিলতে বাগান কি ভাবে সাজাবেন

পুজো আসছে। আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। জমিয়ে শপিং করা থেকে বাড়িঘর নতুন করে সাজিয়ে তোলা প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। পুজোর আবহে নতুন করে সেজে ওঠার জন্য তৈরি বাঙালি। তবে নিজেকে আর ঘর সাজানোর পাশাপাশি পুজোর আগে তো সাধের বাগানটিও সাজাতে হবে। গাছ লাগানো আর মাঝেমাঝে গাছে জল দেওয়াই বাগানের যত্ন নেওয়া নয়।

বাগানটিকেও সুন্দর করে সাজাতে হবে। কী ভাবে সাজাবেন?

১) সবুজ গাছ চোখের আরাম।

কিন্তু বাগান রঙিন হোক তা চাইলে সবুজের মাঝেমাঝে কিছু রঙিন গাছও লাগান। টব হলে কিছু রঙিন পাথর গাছের গোড়ায় আলগোছে ছড়িয়ে রাখুন। চাইলে টবগুলিও রঙিন করে দিতে পারেন। তা হলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে।

২) সেরামিকের পাত্রে গাছ বসাতে পারেন। বাগানের চেহারাই বদলে যাবে। সেরামিক এমনিতেই খুব সুন্দর দেখতে হয়। রঙিন গাছ বসালে আরও অপরূপ দেখতে লাগবে। বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে বড় পাত্রে খানিকটা জল রাখতে পারেন। তাতে ইচ্ছা বসিয়ে ফেলতে পারেন পদ্ম। জায়গা থাকলে ছোট ফোয়ারাও লাগাতে পারেন। মাঝেমাঝে বাগানে গিয়ে নিজেরই মনে হতে পারে যে রূপকথার দেশে চলে এসেছেন।

৩) বাগানে পাখিরা এসে কিচিরমিচির করুক, পাখিদের কলতানে ভরে যাক তা অনেকেই চান। তার জন্য বাগানে একটি ''বার্ড হাউস'' তৈরি করতে পারেন। হাতে যদি খানিক সময় থাকে, তা হলে নিজেই বানিয়ে নেওয়া যায়। না থাকলেও অসুবিধা নেই। দোকান থেকে কিনে আনতে পারেন পছন্দ মতো পাখির নীড়। পাখিদের আনাগোনায় আরও রঙিন হয়ে উঠবে বাগান।

মুখ চকচকে হবে, মৃত কোষ দূর হবে

শুধু বিপাকহার উন্নত করাই নয়, শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করতে নিয়মিত ডিটক্স পানীয় খেয়ে থাকেন সকালে। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে না পারলে রোগের বাড়বাড়ন্ত হয় সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে আলাদা করে ত্বকের টক্সিন দূর করার কথা ভেবেছেন কখনও? ত্বকের মৃত কোষ, ব্ল্যাকহেড, হোয়াইটহেডের মতো সমস্যা স্বাভাবিক ভাবে নির্মূল করতে গেলে ত্বককেও ডিটক্স পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

পুজোর আগে তো আর বেশি দিন বাকি নেই। নিয়মিত ডিটক্স করে দেখা যেতেই পারে। কিন্তু কী ভাবে করবেন?

১) ডবল ক্লিনজিং- মেকআপ তোলার জন্য প্রথমে তেল দেওয়া কোনও রিমুভার ব্যবহার করতে পারেন। তবে এখানেই শেষ নয়। এর পর হালকা কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। ২) এক্সফোলিয়েট-- ত্বক থেকে মৃত কোষ সরিয়ে ফেলতে নিয়মিত এক্সফেলিয়েট করতে হবে। মুখের ছোট ছোট ছিদ্রতে জমা তেল, ধুলোময়লা সরিয়ে ফেলতে এক্সফোলিয়েশনের জুড়ি মেলা ভার।

৩) ক্লে মাস্ক- যদি ওপেন পোর্সের সমস্যা থাকে, তা হলে শুধু এক্সফোলিয়েট করে ছেড়ে দিলেই হবে না। ত্বকের ধরন বুঝে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এই মাস্ক ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সাহায্য করবে।

৪) আর্দতা বজায় রাখা- ত্বক থেকে দূষিত পদার্থ বার করতে গেলেও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে। ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে না পারলে টক্সিন বার করা যাবে না।

৫) ফেস মাসাজ- টক্সিন বার করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হল ফেস মাসাজ। তবে তা যেন সঠিক পদ্ধতি মেনে হয়। না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ত্বকে রক্ত সঞ্চালন থেকে লিম্পফ্যাটিক ড্রেনেজ সবই হয় মাসাজের মাধ্যমে।

কোমরের ব্যথায় কাবু?

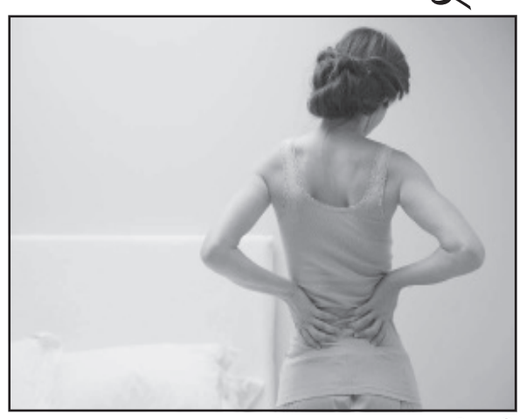

পা-কোমরের ব্যথার কারণে হিল জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছেন বহু দিন। কিন্তু অফিসে বেশি ক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলেও ইদানীং পায়ে ব্যথা হয়। বুঝতে পারেন, সবই বয়সের দোষ। কিন্তু সময়ের অভাবে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না। এই ব্যথা-বেদনার কারণেই মন-মেজাজ বিগড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়ে। তবে যোগ প্রশিক্ষকেরা বলছেন, নিয়মিত বিপরীত করণী বা লেগ আপ দ্য ওয়াল পোজ অভ্যাস করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

কী ভাবে অভ্যাস করবেন এই যোগাসন? ১) প্রথমে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন। ২) এ বার দু'পা একত্রে সোজা করে মাটি থেকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করুন। ৩) হাতে ভর দিয়ে কোমর ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করুন। ৪) শরীরের অবস্থান অনেকটা সর্বাঙ্গাসনের মতো। কিন্তু বিপরীত করণীতে পায়ের অবস্থান ৯০ ডিগ্রিতে থাকে না। বরং মাথার দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখাই দস্তুর। ৫) খেয়াল রাখতে হবে এই আসন অভ্যাস করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। চোখের সঙ্গে পায়ের বুড়ো আঙুলের যেন কোণাকুণি সংযোগ তৈরি হয়। ৬) একেবারে অভ্যাস না থাকলে দেওয়ালের সাহায্যেও এই আসন করা যায়। সে ক্ষেত্রে কোমর থেকে পা উপর দিকে তুলে দেওয়ালে রাখতে হবে। ৭) এই আসন ১ মিনিট থেকে শুরু করে ৫ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করা যেতে পারে। তবে প্রথমে খুব বেশি ক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। ৮) দেহের ভার বেশি হলে হাতের উপর বেশি ক্ষণ কোমর ধরে রাখতে সমস্যা হতে পারে। তাই প্রথমে কোমরের তলায় উঁচু বালিশ বা ব্লক দিয়ে এই আসন অভ্যাস করা যেতে পারে। ৯) দেওয়ালের সাহায্যে বিপরীত করণী অভ্যাস করার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে পা, কোমর এবং দেহের অবস্থান যেন ইংরেজি ''এল'' অক্ষরের মতো হয়।

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে কী উপকার হয়? স্নায়ু শক্তিশালী করে তুলতে এই আসনের জুড়ি মেলা ভার। গোটা দেহে রক্ত চলাচল করতেও বিশেষ সহায়তা করে এই আসন। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, ঘাড়-গলার পেশি মজবুত করতে, হজমে সহায়তা করে এই বিপরীত করণী মুদ্রা। এই যোগাসন অভ্যাস করার আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন?

বিপরীত করণী আসন করার অন্তত ঘণ্টা ছয়েক আগে খাবার খাওয়া প্রয়োজন। পেট ভর্তি থাকলে কোনও ভাবে এই আসন করা যাবে না। ঘাড়ে, পিঠে যদি পুরনো কোনও চোট-আঘাত থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের পরামর্শ না নিয়ে একা একা এই আসন করা উচিত হবে না।

পাঁচ ভুল: ডায়েট চলাকালীন করলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে

পুজোর আগে ওজন ঝরাতে অনেকেই এখন ডায়েট করছেন। কেউ পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট করছেন। কেউ আবার কেবলই নেটমাধ্যমের উপর ভরসা করে ডায়েট শুরু করে দিয়েছেন। পুষ্টিবিদদের মতে, স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ডায়েট মেনে চললে মাসে চার-থেকে পাঁচ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। তবে প্রত্যেকের শারীরিক গঠন আলাদা, তাই কোন ডায়েট মেনে চললে আপনি দ্রুত ওজন ঝরাতে পারবেন তা আপনার শারীরিক অবস্থা, আপনার উচ্চতা, বয়স সবটা বিচার করে এক জন পুষ্টিবিদই আপনাকে বলতে পারেন। ডায়েট করতে গিয়ে কয়েকজন এমনই কড়া ডায়েট করে বসেন যাতে শেষমেশ ওজন কমলেও শরীরের অনেকটা ক্ষতি হয়ে যায়। জেনে নিন ডায়েট সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা যা মেনে চললে শরীরের লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেশি হবে।

পুজোর আগে ওজন ঝরাতে অনেকেই এখন ডায়েট করছেন। ১) অনেকের ধারণা ডায়েট মানেই রোজের খাবার থেকে কার্বহাইড্রেট বাদ দিয়ে দিতে হবে। পুষ্টিবিদদের মতে, ডায়েট থেকে কার্বোহাইড্রেট বাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন জটিল কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত খাবারই খাওয়া হয়। যেমন সাধারণ পাউরুটির পরিবর্তে ব্রাউন ব্রেড, ভাত খেতে ইচ্ছা করলে ব্রাউন রাইস, ময়দার বদলে আটার রুটি খাওয়া যেতেই পারে। চিনি জাতীয় পরিশুদ্ধ কর্বোহাইড্রেট খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। তবে দানাশস্য, ফল, সব্জিতে থাকা কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যেতেই পারে। ২) অনেকের ধারণা রাত ৮টার পর খেলেই ওজন বাড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে গেলে হজমের গোলমাল শুরু হয়। তাই খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা হাঁটাহাটি করে নেওয়াই ভাল। কখন খাচ্ছেন তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কতটা ক্যালোরি খাচ্ছেন। ক্যালোরি মেপে খেলে মাঝরাতেও স্ন্যাকিং করা যায়।

৩) ডায়েট মানেই ফ্যাটজাতীয় খাবারে না করবেন না। কিছু ফ্যাট শরীরের জন্যে ভাল। একেবারে তেল-মশলা ছাড়া খাবার দু'-এক দিন খেয়ে নিলেও দীর্ঘ দিন খাওয়া যায় না। শরীরে কোনও জটিল রোগ না থাকলে একবারে তেল ছাড়া খাবার খাওয়া উচিতও নয়। ওজন ঝরাতে চাইলে সারা দিনের রান্নায় চার থেকে পাঁচ চামচ তেল ব্যবহার করতে পারেন। ডায়েটে মাখন না রাখাই ভাল, পরিবর্তে দিনে এক চামচ ঘি খাওয়া যেতেই পারে। ঘি ওজন কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া বাদাম, আমন্ডের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রোজ খাওয়াই যায়।

৪) অনেকের ধারণা, সাপ্লিমেন্ট নিলেই ওজন দ্রুত ঝরে। বাজারে অনেক সংস্থাই দাবি করে তাদের ওষুধ, ক্যাপসুল কিংবা মিল সাপ্লিমেন্ট খেলে সহজেই অনেকটা ওজন কমানো যায়। কিন্তু ওজন কমানোর কোনও ''শর্ট কাট'' নেই। এই প্রকার সাপ্লিমেন্ট একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। এ সবের কারণে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে হাজার রোগ। রোজের ডায়েটে ওয়ে প্রোটিনের বদলে ডিম, মুরগি, পনিরের মতো প্রোটিন রাখা বেশি ভাল।

৫) কম খেলেই রোগা হওয়া যায় এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। খালি পেটে থাকা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার বদলে সময় মতো খাওয়াদাওয়া করলে, ক্যালোরি মেপে খাবার খেলে দ্রুত ওজন ঝরানো সম্ভব। সকালের দিকে ভারী খাবার খাওয়া যেতে পারে। তবে রাতে হালকা খাওয়ার পরামর্শই দেন চিকিৎসকেরা।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে 'ট্রাভেল ফর লাইফ' অনুষ্ঠানের বার্তা সূচক মেট্রো ট্রেনের যাত্রার সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট বুধবার দ্বারকা সেক্টর ২১-এ 'ট্রাভেল ফর লাইফ' অনুষ্ঠানের বার্তা সূচক একটি মেট্রো ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। এই উপলক্ষে অজয় ভাট বলেন, "জীবনের জন্য ভ্রমণ" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি মিশন। এই মিশনটি বসুধৈব কুটুম্বকমের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

অজয় ভাট জানান, বসুধৈব কুটুম্বকমের অর্থ হল মানুষের সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার- এই বার্তাটি আমরা জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বকে দিয়েছিলাম। এই বার্তাটি গোটা বিশ্বে প্রভূত প্রশংসিত হয়েছিল। পরিচ্ছন্নতা অভিযান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পর্যটনের সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত। সবার উচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা। পরিচ্ছন্নতা অভিযান সবার অভিযান। তাই পরিবেশের প্রতি সবারই খেয়াল রাখতে হবে।

অজয় ভাট আরও বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মন্ত্রটি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। ভারত প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে মানবতার মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে। ১৯৮০ সালে প্রথমবার বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়।

জাতিসংঘের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এই দিবসটি পালনের সূচনা করে। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের একটি বিশেষ কারণ হল, ১৯৭০ সালের এই দিনে জাতিসংঘ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছিল। এইজন্যই ইউএনডব্লিউটিও-এর বার্ষিকীতে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার জেলা থেকে ধৃত এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশী

রুরকি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার জেলার রুরকি কালিয়ার গোয়েন্দা বিভাগ এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশীকে বুধবার গ্রেফতার করেছে। ওই বাংলাদেশী ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়াই কালিয়ারে বসবাস করছিল বলে অভিযোগ। সে দুদিন আগে কালিয়ারে আসে।

জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজেকে গুজরাটের বাসিন্দা বলে দাবি করেছে। কড়া জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় তার নাম শেখ আব্দুল রফিক। এসপি আরও জানিয়েছে, ধৃত ২০১২ সালে ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়াই গুজরাটে এসে থাকতে শুরু করে। মাত্র দুদিন আগে গুজরাট থেকে কালিয়ারে সে আসে। পুলিশ সন্দেহভাজন বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এসপি দেহাত স্বপন কিশোর সিং জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

উল্লেখ্য, কালিয়ারে অবস্থিত দরগাহ সাবির পাকের বার্ষিক মেলা চলছে। সেজন্য পুলিশও পুরোপুরি সজাগ হয়ে নজরদারী চালাচ্ছে। বিদেশ থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থী এই মেলা দেখতে আসে। সেজন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজর রাখছে।

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ডিব্রুগড়ে বাণিজ্যমেলা, এতে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা আত্মনির্ভরশীল হবেন : মন্ত্রী বিমল

ডিব্রুগড় (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম' প্রকল্পের বলে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার লক্ষ্যে আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ডিব্রুগড়ের চৌকিডিঙিতে বাণিজ্যমেলার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠেয় বাণিজ্যমেলার মাধ্যমে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন। বলেছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা।

ডিব্রুগড়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর দিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা বলেন, ২৮ তারিখ থেকে অনুষ্ঠেয় বাণিজ্য মেলা গুয়াহাটির অসম বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার আহ্বানে ডিব্রুগড় জেলা উদ্যোগ ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রী জানান, অনুষ্ঠেয় বাণিজ্য মেলায় ১৪০টি বিপণি খোলা হবে। তাদের মধ্যে একটি বিদেশি দেশ আফগানিস্তানের। এছাড়া ৩৯টি বিপণি থাকবে ভারতের অন্য রাজ্যের সংশ্লিষ্ট স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীর। তিনি জানান, অসমের জন্য ১০০টি বিপণি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। অন্যদিকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচটি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হবে ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, চড়াইদেও, শিবসাগর এবং ধেমাজি জেলায়। রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় 'আমার জীবনের লক্ষ্য', সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা।

ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথের জট কাটছেই না

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চিঠি-চাপাটি থেকে রাজনৈতিক চাপানউতর চলছেই। ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের বিধায়ক পদে শপথগ্রহণ নিয়ে শনিবার থেকে টানাপড়েন জারি রয়েছে।

তৃণমূল যখন এ নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভূমিকাকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করছে, তখন নির্মলবাবু আপাতত তা থেকে একটু দূরেই থাকতে চাইছেন। বুধবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এখন কিছু নয়। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে যা বলার পরে বলবেন। শপথগ্রহণ পর্বটা দুগ্গা-দুগ্গা করে মিটে যাওয়ার পর।

গত ৮ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচনে জয়ের পর থেকেই ঝুলে রয়েছে নির্মলবাবুর শপথগ্রহণ। চলছে চিঠি-চাপাটি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ও একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। তাতে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে আহ্বান জানিয়েছেন বিধানসভায় গিয়ে নির্মলকে শপথবাক্য পাঠ করাতে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাজভবনেই নির্মলের শপথগ্রহণ করাতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু শনিবার পরিষদীয় দফতর তাতে সাড়া না দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় শপথগ্রহণের সবুজ সঙ্কেত দিয়ে চিঠি পাঠায় রাজভবন। সেখানে বলা হয়, ডেপুটি স্পিকার শপথগ্রহণ করাবেন।

যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, স্পিকারের বদলে তাঁকে দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানোটা পরিষদীয় শিষ্টতা এবং রীতির পরিপন্থী। এর পরেই স্পিকার রাজভবনে পাল্টা চিঠি পাঠান। তাতে বলা হয়, রাজ্যপালই নির্মলবাবুকে শপথবাক্য পাঠ করান। কিন্তু সেটা রাজভবনে নয়, বিধানসভায় গিয়ে।

পূর্ণ সতর্কতায় এবার বাজির বাজার করার নির্দেশ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাজি রাখার জন্য দাহ্য নয়, এমন বস্তু দিয়ে ছাউনি তৈরি করতে হবে। বিদ্যুৎ এবং আলোর ব্যবহার নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। স্টলের ৫০ মিটারের মধ্যে বাজি ফাটানো যাবে না। এমনই সব নিরাপত্তাবিধি এবার রাখা হয়েছে বাজিবাজারের জন্য। প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, জরুরি চিকিৎসার বন্দোবস্তের পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এবং দমকলের দু'টি গাড়ি অবশ্যই রাখতে হবে। সারা বাংলায় আতসবাজি ব্যবসায়ী সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায় বুধবার বলেন, "শহিদ মিনারের কাছে ময়দানে যে বাজির বাজার বসে সেটা এবার বসবে। ২০১৯ সালের পর সেই বাজার অবশ্য বসেনি। ফের এবার বসছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যে সব জেলা মিলিয়ে মোট ৭০টা আতসবাজির মেলা হবে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গেই হবে ২০টি। ময়দান বাদ দিয়ে বড় মেলা হবে ডুমুরজলা স্টেডিয়াম, কাওয়াখালি, বেহালা অথবা বারাসতের মধ্যে কোনও একটি জায়গায়।"

বাবলা রায় বলেন, "বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৩০ দিন সময় আছে। অর্থাৎ, দুর্গাপুজো থেকেই চাইলে বাজার বসে যেতে পারে। কিন্তু ময়দানে অতদিন ধরে থাকবে না। সাত দিনের বাজার বেড়ে পনেরো দিন হতে পারে।" তারাবাজি, ফুলঝুরি, চরকি, হাওয়াই, তুবড়ি, রংমশাল-সহ আকাশে ওঠা বিভিন্ন রকমের বাজি বিক্রি হবে। ফলে সাধারণ মানুষ কালীপুজোর আগে সেখান থেকেই আতসবাজি কিনতে পারবেন। শব্দমাত্রা বেঁধেই বাজি বানানো হয়েছে তবে টালাতে যে বাজির বাজার বসেছিল, তা এবার না বসার সম্ভাবনার কথাই জানানো হয়েছে। এক মাসের জন্য বাজির বাজারের লাইসেন্স দেওয়া হলেও দিন পনেরোর জন্য এই শহিদ মিনারের বাজির বাজার বসবে।

দিনকয়েক আগে বাজির বাজার সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্টলের মধ্যে তিন মিটারের দূরত্ব রাখতে হবে। কোনও স্টলের যেন টি মুখোমুখি হওয়া চলবে না। বাজার চত্বরে স্থানীয় ভাষায় 'বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক সামগ্রী' লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে রাখতে হবে। স্কুল, মন্দির, টেলিফোন বা বিদ্যুৎ ভবনের মতো জায়গা থেকে বাজির

এশিয় গেমসে কৃতীদের অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, , ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এশিয় গেমসে কৃতীদের বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লিখেছেন, "ভারতের জন্য একটি অনুকরণীয় স্বর্ণ। মনু ভাকের, রিদম সাংওয়ান এবং এষা সিং সমন্বিত ২৫ মিটার পিস্তল বিভাগে মহিলা দলকে তাদের অসাধারণ জয়ের জন্য অভিনন্দন! তাদের অসাধারণ টিমওয়ার্ক দারুণ ফল দিয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা রইল।

আমাদের নিবেদিত এবং প্রতিভাবান '৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন'-এর মহিলা দল এশিয় গেমসে একটি ভাল প্রাপ্য রৌপ্য পদক জিতেছে। তারা অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সিফট কৌর সামরা, আশি চৌকসে এবং মানিনী কৌশিককে অভিনন্দন।"

বর্তমান কর্ণাটক সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে : তেজস্বী

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য। তিনি বলেছেন, 'বর্তমান কর্ণাটক সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কর্ণাটককে তামিলনাড়ুতে কাবেরির জল ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।' কাবেরীর জলের 'বড় অংশ' তামিলনাড়ুকে দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে বুধবার বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি।

সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য বলেছেন, 'বর্তমান কর্ণাটক সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।' তেজস্বী আরও বলেছেন, 'কর্ণাটক সরকার কাবেরী ওয়াটার রেগুলেশন কমিটি (সিডব্লিউআরসি) কমিটির কাছে সঠিক বিবরণ দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুললে কোনও কাজ হবে না। এখন এটি কর্তৃপক্ষ ও সুপ্রিম কোর্টের হাতে।'

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায়, ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা প্রতি লিটার পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৪.৮২-তে ট্রেড করছে, যা ০.৮৬ বা ০.৯২ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.৮৫ ডলার বা ০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৯১.২৪ ডলারে লেনদেন করছে।

শান্তিপুরে মৃত্যু যুবতীর, হাসপাতালের দাবি 'অজানা জ্বর'

নদিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দু'দিন ধরে ধুম জ্বর ছিল। কিছুতেই জ্বর কমছিল না। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল মহিলাকে। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবারই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, 'অজানা জ্বরে' মৃত্যু হয়েছে ওই যুবতীর। যদিও তা মানতে নারাজ মৃতার পরিবার। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে পরিবার। তাদের অভিযোগ, জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরেও রক্ত পরীক্ষা করানো হয়নি। আদতে ডেঙ্গি হয়েছিল মৌসুমী সরকার নামে ওই মহিলার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তিপুর রামকৃষ্ণ কলোনির রামনাথ তর্করত্ন রোড এলাকায় মৌসুমীর বাড়ি। ৪৫ বছর বয়সি ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল চাকদহতে। শনিবার তীব্র জ্বর নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন ওই মহিলা। পরিবারের লোকজন তাঁকে শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি করান।

সোমবার রাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। তখন ওই রোগিণীকে অন্যত্র স্থানান্তরের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড়ের মধ্যে মঙ্গলবার মৃত্যু হয় ওই মহিলার। তার পরেই হাসপাতালের দিকে আঙুল তুলেছে মৃতার পরিবার।

মৌসুমীর এক আত্মীয়ার কথায়, "সঠিক সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও কেন রোগ নির্ণয় করা গেল না?" তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনেই চিকিৎসা চলছিল। রোগীর পরিবারের দাবি মতো ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছেন শান্তিপুর হাসপাতালের সুপার তারক বর্মণ। তিনি বলেন, "জ্বর এবং মানসিক দুর্বলতার কারণে হয়তো এই ঘটনা ঘটেছে। ডেঙ্গি সংক্রমণের কোনও প্রমাণ পাইনি। রক্ত পরীক্ষা করা হয়নি। তাই ওই মহিলা আক্রান্ত ছিলেন কি না, সেটা বলা যাবে না।"

১ ও ৩ অক্টোবর তেলেঙ্গানায় সফর প্রধানমন্ত্রীর, ২ ও ৫ তারিখ যাবেন মধ্যপ্রদেশে

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স): আগামী ১ ও ৩ অক্টোবর তেলেঙ্গানা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে একাধিক সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও জনসভাতেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও ২ ও ৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী যাবেন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে একাধিক জনসভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আগামী ১ ও ৩ অক্টোবর তেলেঙ্গানা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তেলেঙ্গানায় সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও জনসভাতেও অংশ নেবেন তিনি। এ ছাড়াও ২ ও ৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী যাবেন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে একাধিক জনসভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

ক্ষমতার ক্ষুধা নেই, বিজেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে সমস্ত জেডি (এস) নেতাদের মতামত নেওয়া হয়েছে : দেবগৌড়া

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স): ক্ষমতার কোনও ক্ষুধা নেই তাঁর। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও জেডি (এস) প্রধান এইচ ডি দেবেগৌড়া। এনডিএ-তে যোগদান ও বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানো প্রসঙ্গে বুধবার দেবেগৌড়া বলেছেন, 'ক্ষমতার কোনও ক্ষুধা নেই, বিজেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে সমস্ত জেডি (এস) নেতাদের মতামত নেওয়া হয়েছে।'

দেবেগৌড়া আরও বলেছেন, 'আমি গত ১০ বছরে প্রথমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি....আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করিনি...আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কর্ণাটকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে, আমি আমাদের ১৯ জন বিধায়ক এবং ৮ জন এমএলসি-র মতামত নিয়েছিলাম, যারা বলেছিল যে জেডি(এস) বিজেপির সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করার কথা বিবেচনা করবে।'

গুগুলের ২৫ বছর, ডুডুলে উদযাপন

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুই ডক্টরাল পুত্র সের্গেই ব্রিন এবং ল্যারি পেজ গুগুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৯০-এর দশকের শেষ দিকে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামে তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে তাঁরা প্রায় এক চিন্তাভাবনাই করছিলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বুধবার কেউ গুগুল সার্চ-এ গেলে '৫২৫স্বত্র' লেখা দেখতে পাবেন। সংস্থা-র প্রতিষ্ঠা করা হয় ৪ সেপ্টেম্বর। কিন্তু এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেপ্টেম্বরেই সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্টের জন্মদিন পালিত হচ্ছে।এই মুহূর্তে গুগুলের সিইও সুন্দর পিচাই। সার্চ ইঞ্জিনটির জন্মদিনের আগেই গত মাসে তিনি একটি নোট লিখেছিলেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানির যাত্রা, প্রযুক্তির পরিবর্তনে গুগুলের ভূমিকা এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই সেই নোটটি লিখেছিলেন তিনি। গুগুলের প্রত্যেক ব্যবহারকারী, কর্মচারী এবং অংশীদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

ভাইব্রেন্ট গুজরাটের ২০ বছর পূর্তি, প্রধানমন্ত্রী বললেন ছোট বীজ এখন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে

আহমেদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ২০ বছর হয়ে গেল ভাইব্রেন্ট গুজরাটের। ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিটের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার গুজরাটের আহমেদাবাদের সায়েন্স সিটিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমরা যে ছোট বীজ বপন করেছিলাম, তা এখন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট শুধুমাত্র ব্র্যান্ডিং-এর একটি প্রোগ্রাম নয়, বরং এটি বন্ধনের একটি প্রোগ্রাম।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আগে যারা কেন্দ্রীয় সরকার চালাতেন, তাঁরা গুজরাটের উন্নয়নকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ভাইব্রেন্ট গুজরাটে আসতে অস্বীকৃতি জানাতেন, তাঁরা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হুমকি দিত এবং তাঁদের (বিদেশী বিনিয়োগকারীদের) গুজরাটে আসতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত, এত হুমকির পরেও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা গুজরাটে আসেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা শুধু গুজরাটের পুনঃউন্নয়নই করিনি, এর ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করেছি, আমরা এ জন্য "ভাইব্রেন্ট গুজরাট"-কে একটি মূল চ্যানেল বানিয়েছি। "ভাইব্রেন্ট গুজরাট"-কে গুজরাটের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য একটি চ্যানেল এবং বিশ্বের সামনে কথা বলার একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল।'

দরঙের দলগাঁওয়ে গাঁজা সহ আটক এক

দরং (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁও বিধানসভা এলাকাধীন বুড়িগাঁওয়ে গাঁজা সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত গাঁজা পাচারকারীকে জনৈক নজমুল হক বলে পরিচয় পাওয়া গেছেউ

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বুধবার ভোরে দলগাঁও থানার পুলিশ বুড়িগাঁওয়ে অভিযান চালিয়েছিলউ ওই অভিযানে এএস ০১ এওয়াই ৭৪৫৪ নম্বরের একটি মোটর বাইককে গতিরোধ করে তা থেকে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছেউ এর সঙ্গে মঙ্গলদৈ বিধানসভা এলাকার ধুলার বাসিন্দা নজমুল হক নামের মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশউ

গাঁজা ও মাদক পাচারে ব্যবহৃত মোটর বাইক সহ ধৃত নজমুলকে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশউ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেনউ

মরিয়নি রেলস্টেশনে বাজেয়াপ্ত ১২০ কেজি বার্মিজ সুপারি, আটক রেলকর্মী

যোরহাট (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মরিয়নি রেলওয়ে স্টেশনে আজ ১২০ কেজি বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে আরপিএফ এবং জিআরপিএফ-এর অভিযানকারী দল। বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যৌথ অভিযানে অবৈধ বার্মিজ সুপারি পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে জনৈক যুবককে আটক করেছে। ধৃত অবৈধ বর্জি সুপারি পাচারকারীকে আপ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার কর্মচারী ছোটন দে বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

মরিয়নি রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপিএফ থানা সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার সকালে আপ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে করে বার্মিজ সুপারি পাচার করার অভিযোগে ছোটন দে-কে আটক করা হয়েছে। ছোটন দে লামডিঙের বাসিন্দা। বার্মিজ সুপারিগুলি সে ডিমাপুর থেকে মরিয়নিতে নিয়ে আসছিল।

৮৪১৯ পদে নিয়োগের নতুন প্যানেল বাতিল করল হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুলিশের চাকরির সাক্ষাৎকারের আগেই কিছু পরীক্ষার্থীর হোয়াটস্‌অ্যাপে পৌঁছেছিল গোপন খবর। কারা সাক্ষাৎকার নেবেন, কারা প্রশ্ন করবেন, সেই তথ্য জানতে পেরেছিলেন কিছু পরীক্ষার্থী।

পরে মেধাতালিকা প্রকাশের পরও দেখা যায় বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে। সেই অনিয়মের অভিযোগ এনেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পুলিশ কনস্টেবল পদের কিছু চাকরিপ্রার্থী। চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ৮৪১৯ জন পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগকে। বুধবার সেই মামলার রায় ঘোষণা করল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগকে মান্যতা না দিলেও আদালতের রায়ে কয়েকশো পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট দু'টি মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম মেধাতালিকাটি প্রকাশ করা হয় ২০২১ সালের ২৬ মার্চ। যা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন মামলাকারীরা। পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে তারা মামলাও করে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে। ট্রাইবুনাল পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটি শুধরানোর নির্দেশ দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে। এর পরেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মেধা তালিকা। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংরক্ষণের নিয়ম মেনে সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়। নতুন করে চাকরির পান অনেকে। কিন্তু বুধবার কলকাতা হাই কোর্ট এই দ্বিতীয় তালিকাটি খারিজ করে প্রথম তালিকাটিকেই মান্যতা দিয়েছে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে স্যাট বা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা-ও খারিজ করেছে।

হাসপাতালে দালালরাজ নিয়ে মদন মিত্রর পাশে দিলীপ ঘোষ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালালরাজ নিয়ে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। প্রায় প্রতিদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের "কালারফুল বয়"।

এবার রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ নিয়ে সরাসরি মদনবাবুর পাশে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। হাসপাতালে দালালরাজ নিয়ে মদন সরব হওয়ায় প্রশংসার সুর শোনা গিয়েছে দিলীপবাবুর গলায়।

বুধবার সাতসকালে খড়গপুর শহরে চা চক্র যোগ দেন স্থানীয় সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যু প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন দিলীপবাবু। মদন মিত্র "সাহসী" বলে উল্লেখ করেন বিজেপি সাংসদ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিলীপবাবু বলেন, "মদন মিত্র আগেই দালালরাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি আগেই বলেছিলেন যে দালালরাজ চলছে। উনি সাহস করে বলেছেন। সাধারণ মানুষও জানে হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের কী সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

রোগী ভর্তি করার জন্য বেড পাওয়া যায় না। সরকারি হাসপাতালে মানুষ বিনামূল্যে পরিষেবা পায়। কিন্তু দালালরাজের জন্য আউটডোরের সুবিধা থেকেও মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। তৃণমূলের বিধায়কও বলছেন। কিন্তু কেউ কোনও কথা শুনছে না।"

জনসাধারণের সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের নির্দেশ যোগী আদিত্যনাথের

গোরক্ষপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার গোরক্ষনাথ মন্দিরে "জনতা দর্শন"-এ অংশগ্রহণ করেন।উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের সমস্যা ও অভিযোগ শোনেন। মহিলারা তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি নিয়ে আসেন। সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রী তাদের সামনে পড়ে সমাধানের পরামর্শ দেন।"জনতা দর্শন" নাগরিকদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। সমস্ত অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আধিকারিকদের তা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বুধবার সকালে গোরক্ষনাথ মন্দিরে "জনতা দর্শন"-এ প্রায় ২০০ জন মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের যেসব মানুষের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন তাদের যোগী সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও বুধবার দিয়েছে।জনতা দর্শনে আজ যেসব শিশু তাদের পরিবারের সঙ্গে এসেছিল যোগী তাদের আশীর্বাদও করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং তারসঙ্গে চকোলেট দেন।

গয়ায় এলজেপি নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা

গয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিহারের গয়ায় লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম আনোয়ার খান।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলজেপির শ্রম সেলের রাজ্য সভাপতি আনোয়ার একটি সেলুনে ছিলেন। সেই সময় তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে সেলুনের সামনে দাঁড়ায়। সেখানে তারা আনোয়ারকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই নেতার। আনোয়ার খান পশুপতি কুমার পরশ গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গুলির শব্দ পেয়েই লোকজন ছোটাছুটি শুরু করেন। অন্যরা তাঁদের দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং খানের পরিবারের সদস্যরা জাতীয় সড়ক ৮২ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহের জন্য একটি ফরেনসিক দল পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

শক্তিশালী হয়ে সামনের সারিতে এগিয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শহুরী আজীবিকা মিশনের অধিকর্তা প্রসাদ রাও ভাদারাপু। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প ও দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সম্মাননা ়াপন করা হয়। এরমধ্যে ৫ জন স্ট্রিট ভেণ্ডর, বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহে যুক্ত বিভিন্ন স্বসহায়ক গোষ্ঠী সহ প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সফল সুবিধাভোগীদের সম্মাননা ়াপন করা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫ জন মহিলা অটো ড্রাইভারকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প সফলভাবে রূপায়ণের জন্য আগরতলা পুরনিগম, ধর্মনগর পুরপরিষদ ও উদয়পুর পুরপরিষদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও এই প্রকল্পে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, পা'াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে সেরা পারফর্মিং ব্যাঙ্ক হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ সংশ্লিষ্টদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ, আগরতলা পুরনিগমের অতিরিক্ত মিউনিসিপাল কমিশনার মহম্মদ সাজাদ পি এবং স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির কনভেনার বিকাশ দাস প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি ও দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের উপর একটি তথ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিচারপতির সমনের ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাঁর এজলাসে হাজির খাস মন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার বেলা চারটে নাগাদ বিকেল পাঁচটার মধ্যে রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাঁচটার আগেই এজলাসে হাজির হন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি? বদলির ফাইল আটকে রয়েছে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে বলে দাবি। এর জবাব চাইতেই তড়িঘড়ি আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করা হয় আদালতে। অস্থায়ী সিবিআই কোর্টে জজ অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের জায়গায় স্থায়ী অফিসার কেন দেওয়া হয়নি? ২৫ অগাস্ট থেকে সেই ফাইল তাঁর কাছে আছে। এরপর আদালত নির্দেশ দেয় আজ বিকেল ৫ টার মধ্যে আইন মন্ত্রীকে আদালতে হাজির হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এদিন এজলাসে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, আমি ২৫ অগাস্ট থেকে চার দিন ভর্তি ছিলাম হাসপাতালে। তারপরে কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক বলে আবেদন জানান আইনমন্ত্রী। ওই ফাইলে সই হয়ে যাবে বলে আশ্বাস তাঁর।ওঁর কথা শুনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, "ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবেন না। আপনি আপনার হাইকোর্টে এলেন। আপনার হাঁসি মুখ দেখলাম। আগে অলিন্দে দেখা হতো। ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ওই পদে নিয়োগের সময় বাড়ানো হল।"তাঁর কাছ থেকে আদালত জানতে চায় কেন ফাইল আটকে আছে? যদি তিনি না আসেন সেক্ষেত্রে আদালত তার পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। রেজিস্ট্রার জেনারেলকে হাইকোর্টের ওই জজ বদলির নির্দেশ সংক্রান্ত নথি এখন হাজির করতে হবে আদালতে।

রেলের তরফে অনুমোদিত কুলিদের দেওয়া হল নতুন পোশাক

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কিছুদিন বাদেই শারদ উৎসবে সামিল হবে আপামর বাঙালি। আর শারদীয়া মানেই চারিদিকে নতুন পোশাক কেনার ধূম। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই পুজোর আগে হাওড়া স্টেশনের অনুমোদিত কুলিদের হাতে নতুন পোষাকতুলে দেওয়া হল বুধবার।হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পোশাক তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া ডিভিশনের ডি আর এম সঞ্জীব কুমার মহাশয় সহ রেলের অন্যান্য কর্তারা। ডিআরএম সঞ্জীব কুমার এদিন হাওড়া স্টেশনের মোট ৬০৫ জনঅনুমোদিত কুলিদের মাথা পিছু ৩ টি করে নতুন পোষাক তুলে দেন।ডি আর এম মহাশয়কে বেশ কয়েকজন অনুমোদিত কুলিকে পোষাক পড়ার কাজে সাহায্যও করতে দেখা যায়। তিনি জানিয়েছেন হাওড়া ডিভিশনের অধীনে থাকা হাওড়া স্টেশনসহ অন্যান্য স্টেশনগুলির মোট ২৩৫০ জন হাতে মাথাপিছু ৩ টি করে পোষাক তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাওড়া স্টেশনের মোট ৬০৫ জন মাথা পিছু ৩ টি করে নতুন ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হল।নতুন পোশাক পেয়ে স্বভাবতই খুশি অনুমোদিত কুলিরা। পূজার আগে নতুন পোশাক দেওয়ার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শশিভূষণ ঠাকুর, রোহিত কুমার সহ অন্যান্য অনুমোদিত কুলিরা।
রেলের বিভিন্ন কর্তাদের সাথে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে। নতুন পোশাক পরেই এবারের পূজায় আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো হাসিমুখেই পরিষেবা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

কাটোয়ার রাস্তায় কুমীর, দিনভর আতঙ্কে স্থানীয় মানুষ

বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভাগীরথী নদী থেকে ঘুরছিল গ্রামের রাস্তায়। লোকজন দেখেই ফের আশ্রয় নেয় ছোট জলাশয়ে। বুধবার প্রায় সাত ঘণ্টার চেষ্টায় কাটোয়ার কালিকাপুর গ্রাম থেকে ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের পূর্ণবয়স্ক কুমিরটিকে উদ্ধার করল বনদফতর।এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। কুমির দেখতে ভিড় স্থানীয়দের। জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর চারটে নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ হালদার নামে এক ব্যক্তি ফেরিঘাট যাচ্ছিলেন। তিনি নৌকোর মাঝি। কালিকাপুর থেকে ফেরিঘাট যাওয়ার সময় অভিজিৎবাবু বুঝতে পারেন রাস্তার উপরেই কিছু একটা শুয়ে রয়েছে। অল্প নড়াচড়াও করছে। হাতে ছিল টর্চ। টর্চ জ্বালাতেই অভিজিৎ দেখতে পান, একটি কুমির। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যান।এর পর লোকজনকে ডাকাডাকি করেন। তাঁরা যাওয়ার আগেই কুমিরটি পালায়। অভিজিৎবাবু লক্ষ্য করেন সেটি কাছেই একটি ইঁটভাটার পাশে ডোবায় নেমে পড়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তা বনদফতরকে জানায়। সকাল হতেই বনকর্মীরা চলে যান। তার পর জাল ফেলে কুমিরটি ধরার তোড়জোড় শুরু হয়। প্রায় সাতঘণ্টা পর কুমিরটিকে জালবন্দি করা হয়।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে টানা বৃষ্টিতে ভাগীরথীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছিল। তখনই কুমিরটি ভাগীরথী নদী ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বুথ হিসেবে পরিচিত গর্জনমুড়া এলাকা। তার পাশেই রয়েছে ৩৩ কাকরাবন-শালগড়া বিধানসভা। এই গর্জনমুড়া থেকে বাগমা হয়ে আগরতলা- সাব্রুম জাতীয় সড়কের সাথে দীর্ঘ বছর পুরানো একটি পাকা সড়ক রয়েছে। দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার।গর্জনমুড়া এলাকাটি বিশেষত কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই রাস্তা ধরেই গর্জনমুড়া এলাকার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করেন। এই রাস্তা ধরে অতি সহজেই জাতীয় সড়ক হয়ে বিভিন্ন বাজারের সাথে যোগাযোগ করা যায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় তিন বছর যাবত এই রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে গর্জনমুড়ার সাথে বাগমা হয়ে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক প্রকার ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় রয়েছে বড় বড় গর্ত। যার ফলে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি আসা যাওয়া করতে পারে না। গ্রামের মহিলা- পুরুষ একত্রিত হয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গোটা বিষয়টি নিয়ে। তাদের অভিযোগ এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বহুবার শাসক দলের নেতৃত্ব সহ বিধায়ককে জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি। অভিযোগ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এলাকাবাসীদের দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে ভূমি পূজন করেছিলেন। ভোট শেষ রাস্তা সংস্কারও শেষ। কারণ ভোট শেষে বিধায়কের আর সেই এলাকায় যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গর্জনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের মেম্বারের অভিযোগ, বহুবার শাসকদলের নেতৃত্ব সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের রাস্তা সংস্কার করার জন্য জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন আমল হয় নি। আরো অভিযোগ এ রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। কোন অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছাতে হলে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালক আসতে চায় না, যার ফলে অন্য বিকল্প রাস্তা অবলম্বন করে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিতে হচ্ছে। এদিকে কৃষি প্রধান এলাকা গর্জনমুড়ার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার জন্য অন্যত্র এলাকা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। যার ফলে তাদের খরচ পড়ে বিশাল সংখ্যক। এলাকার রাস্তা সংস্কারের আশায় এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এলাকাবাসীরা। অবিলম্বে নির্দিষ্ট দপ্তরকে এই এলাকার রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগাবার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। না হলে অন্য পথ অবলম্বন করারও হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

নেশাকারবারী

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজন নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শুধু পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরাই এ ধরনের ভয়ংকর প্রবণতা থেকে যুবসমাজকে মুক্ত করতে পারবে না। এজন্য প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হবে। নেশার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে অদূর ভবিষ্যতে গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিক কারণেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এই ভয়ংকর প্রবণতা থেকে মুক্তি পেতে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বিশ্ব পর্যটন দিবসের অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে আগরতলায় হেরিটেজ ওয়াক অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এই হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন করে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে হেরিটেজ ওয়াকের সূচনা করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে রাজ্যকে তুলে ধরার জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, পর্যটন এমন একটা শিল্প যেখানে বন্ধত্ব তৈরি হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। বর্তমান সরকার পর্যটন বান্ধব সরকার। সরকার চায় মানুষকে পর্যটনপ্রেমী হিসেবে গড়ে তুলতে। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে গত দু'দিন ধরে রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পর্যটনক্ষেত্রের পরিকাঠামো বিগত দিনে যে জায়গায় ছিল আজ সে জায়গায় নেই। পর্যটনক্ষেত্রগুলি অনেক উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য আগামীদিনগুলিতে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও বিকশিত ও আকর্ষণীয় করা।
বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে হেরিটেজ ওয়াক উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিদুরকর্তা চৌমুহনি - কর্ণেল চৌমুহনি - উত্তর গেইট - সার্কিট হাউস হয়ে হেরিটেজ পার্কে এসে সমাপ্ত হয়। হেরিটেজ ওয়াকে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুগ্ম অধিকর্তা অনিরুদ্ধ রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যবত নাথ ছাড়াও ট্যর অপারেটরগণ, হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, আগরতলা অ্যাডভে'ার ক্লাব, আগরতলা সাইকেল হলি', নীরমহল অ্যাডভে'ার অ্যাণ্ড মাউনটেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশন, ট্রেক টু ওয়াইল্ড, ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পর্যটন দপ্তর, পর্যটন পিপাসু জনগণ সুসজ্জিত ব্যানার, ঢাকবাদ্য, ফেস্টুন, প্লে-কার্ড ইত্যাদি সহ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এবছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল ভাবনা হলো 'সবুজ পর্যটন ও বিনিয়োগ'।

পালিত

● আটের পাতার পর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন অতিথিরা। ২০৪ তম রাজ্যভিত্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করে। আলোচনা করতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন আমরা বাঙালি বাংলার গর্ব উনবিংশ শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালীর শিক্ষাবিদ সমাজ সংস্কারক ছিলেন তিনি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মতো অগাধ পন্ডিত্য দান করেছিল। হিন্দি ইংরেজি ভাষাতে ওনার অবদান ছিল। তিনি প্রথম লিপি সংস্কার করেছিলেন বাংলা লিপিকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তভাবে পাঠ্যক্রমে চালু করেছেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার প্রথম শিল্পী বলে আখ্যায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপাচার্য মামলায় পঃবঙ্গ সরককারের আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উপাচার্য নিয়োগের মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট।উপাচার্য নিয়োগের কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চ শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধি রাখতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। এখনই এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, রাজ্যপালের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্তেও এখনই সুপ্রিম কোর্ট কোনও স্থগিতাদেশ দিচ্ছে না।কলকাতা হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির গঠনে বদল এনেছিল রাজ্য। আগের সার্চ কমিটির তিন সদস্যের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপাল, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি।পরে রাজ্যের সুপারিশে এই কমিটির প্রস্তাবিত সদস্য সংখ্যা করা হয় পাঁচ জন। বলা হয়, পাঁচ সদস্যের মধ্যে থাকবেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর এক জন প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষা দফতরের এক জন প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষা সংসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর এক জন প্রতিনিধি। সার্চ কমিটিতে এই পরিবর্তন আনার জন্য একটি অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) পাশ করেছিল রাজ্য। তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় ব া জ ভ ব ন । ব া ে জ্য ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের জন্য রাজ্য, রাজ্যপাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)তিন পক্ষকেই পাঁচটি নাম জানাতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সদস্যদের নাম জানার পর প্রত্যেক পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে তিন জনের সার্চ কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিই স্থায়ী উপাচার্যের নাম প্রস্তাব করবে। আইনজীবীরা চাইলে এই কমিটির জন্য কোনও নাম দিতে পারেন বলেও মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত।রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। নবান্নের বক্তব্য ছিল, রাজ্যপাল যে পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, তা বৈধ নয়। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য নিয়োগে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন আচার্য। যাকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজভবন সংঘাত তীব্র হয়। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে আপাতত স্থগিতাদেশ দেওয়া হল না। অর্থাৎ, আপাতত রাজ্যপাল মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যেরা পদে বহাল থাকছেন।অন্য দিকে, রাজ্যের অধ্যাদেশ মামলা নিয়ে আপাতত হাই কোর্টই সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কারণ, মামলাটি সেখানে বিচারাধীন রয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

নিরাপত্তা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এ উপলক্ষে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের উদ্যোগে গ্রামীণ পর্যটনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য রাজ্যের মোহনপুর ব্লকের বিদ্যাসাগর ভিলেজ পুরস্ক'ত হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের মাধ্যমে সুস্থায়ী জীবিকার সংস্থান সম্ভব। পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, রাজ্যে গত ৩দিন ধরে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য পর্যটন শিল্পের বিকাশ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা বলেন, ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। রাজ্যে গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালে পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়। রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে এখন পর্যন্ত ৩৯টি লগহাট নির্মাণ করা হয়েছে। ছবিমুড়ায় আরও ১০টি লগহাট নির্মাণ করা হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে আগামী ৫ বছরে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ৬টি স্টেক হোল্ডারকে সম্মানিত করা হয়। তাছাড়াও বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়েছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও ত'তীয় হয়েছেন যথাক্রমে পাপিয়া সোম, অভিষেক দেবনাথ ও ঋতম জনপদি। অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

২৩ ভোটার

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য মানুষের পাশে থেকে কাজ করে। এটা রাজ্যের মানুষ আজকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। জনজাতি ক্ষেত্রেও বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এদিন টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রে তিপ্রা মথা ও আই পি এফ টিতে ভাঙন ধরায় বিজেপি। দুই দলের ৭ পরিবারের ২৩ জন ভোটার বিজেপিতে শামিল হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আইপিএফটির মহিলা সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদকও। তাদের বিজেপিতে বরণ করে নেন প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, বিজেপি রাজ্য সম্পাদক জসীম উদ্দীন, বিজেপি জনজাতি মোর্চার প্রদেশ কমিটির সহ-সভাপতি মঙ্গল দেববর্মা সহ অন্যরা। উপস্থিত নেতৃত্বগণ আরো জানান এ ধরনের যোগদান আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে। মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিদিন পদ্ম শিবিরে যোগদান করছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচিতে আকৃষ্ট হয়েই বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে বলে দলের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।

তাড়াল পুত্র

● প্রথম পাতার পর

অত্যাচার শারীরিক আক্রমনে নামিয়ে আনে সঞ্জয় ও তার স্ত্রী, লোক লজ্বায় ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতীর কথা চিন্তা করে ছেলের মারধর খেয়েও নিরবে থাকতেন বিষ্ণু প্রিয়া ও হরিলাল বাবু ,প্রায় সময়ই বৃদ্ধ মা বাবার সরলতার সুযোগ নিয়ে সঞ্জয় তার মা বাবাকে মারধর করতো এবং মারধর করে বাড়ী থেকে বের করে দিত, শুধু বাড়ী থেকে বের করাই নয় বিষ্ণু প্রিয়া ও হরিলাল দাসের বিরুদ্ধে বধু নির্যাতনের মামলা দায়ের করে, স্থানীয় পঞ্চায়েত বহুবার মিমাংসার চেষ্টা করেও সঞ্জয় ও তার স্ত্রীকে বাগে আনতে পারেনি, প্রায় ৮০ উর্ধ হিরাল দাস ও ৭০ উর্ধ বিষ্ণু প্রিয়া দাস নিজেদের নামে জায়গা বাড়ী থাকা সত্বেও ছেলে আর ছেলের বৌয়ের অত্যাচারে গত প্রায় ৫ বৎসর বাড়ী ছাড়া দুই বৃদ্ধা মানুষের বাড়ীতে কোন ক্রমে যখন যা পান তা করেই কদমতলা এলাকায় একটি বাড়ীতে আশ্রিত হয়ে রয়েছে, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও ছেলে যখন তাদের বাড়ীতে নেওয়ার চিন্তা করছেনা তখন অবশেষে গত ২৯ আগষ্ট ২০২৩ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া দাস বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে এবং তাদের বাড়ীতে নিরাপদে থাকার ব্যাবস্থা করতে বিলোনীয়া মহিলা থানায় ছেলে সঞ্জয় দাস, ছেলের বৌ পিংকি দে, ছেলের শ্বশুড় শ্বাশুড়ি যথা ক্রমে হরিন্দ্র দে এবং দীপালি দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ,বিষ্ণু প্রিয়া দাসের অভিযোগ মহিলা থানায় মামলা করলেও পুলিশ একদিনের জন্যও ঘটনার তদন্তের জন্য যায়নি এমনকি ৪০০ রাবার গাছের বাগান থেকে ২০০ টি গাছ ছেলে ইতি মধ্যে বিক্রি করে দিয়েছে, বিষ্ণু প্রিয়ার অভিযোগ অবিলম্বে ছেলের বিরুদ্ধে কঠোর না হলে সর্বস্য শেষ করে দেবে ,পুলিশে আস্থা হারিয়ে নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা ফিরে পেতে এবং বাবা মায়ের উপর আক্রমন কারী ছেলে ও ছেলের বৌ সহ সকলের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে এবং নিজেরা নিরাপদের নিজের তৈরী ভিটেতে থাকতে পারেন তার জন্য সোমবার বিলোনীয়া আদালতে স্বামী বৃদ্ধ হরিলাল দাসকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণু প্রিয়া দাস মামলা করার জন্য আবেদন করেন এখন দেখার এবাড়ি ওবাড়ি ও পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসহায় বৃদ্ধ দম্পত্তি বিচার পায় কিনা।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

চঞ্চল রায় চৌধুরী। জানা যায়, ২০২০ সালের ২৭ জুন মেলাঘর থানার অন্তর্গত কুমারিয়া কোচা গ্রামের বাসিন্দা মনিকা শর্মার নাবালক ছেলে দেবব্রত শর্মা বেলা বারোটা নাগাদ বাড়ির সামনে জলের উৎসের কাছে যায়। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি কানাই দেবনাথ সেই নাবালক ছেলে দেবব্রত শর্মাকে মাথায় তুলে রাস্তায় ফেলে দেয়। এতে করে দেবব্রত শর্মার কাঁধের হাড় ভেঙে যায়। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় দেবব্রত শর্মাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বৈরাগী বাজারস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘদিন দেবব্রতের চিকিৎসা চলে। এদিকে কোন ধরনের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি কানাই দেবনাথ এবং তার পরিবারের লোকজনেরা। এমনই অভিযোগ ছিল। যার কারনে ২০২০ সালের ২২ জুলাই আদালতে মামলা দায়ের করেছিল নাবালক ছেলে দেবব্রত শর্মার মা মণিকা শর্মা। দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর সিপাহীজলা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে। সিপাহীজলা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি শুভ্রদীপ সাহা অভিযুক্ত ব্যক্তি কানাই দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

বুদবুদে অনলাইন বেটিংয়ে সর্বস্ব খুইয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ যুবক

দুর্গাপুর ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফির হেরাফেরি। রাতারাতি টাকা দ্বিগুণ। ড্রিম ৪৪৪৪ গেম সহ একাধিক অনলাইন গেমে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে সর্বস্ব খুইয়ে সর্বসান্ত যুবক। ওইসব গেমের টিম লিডারদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের। গেম বন্ধের করুন আর্জি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ বুদবুদের এক সর্বসান্ত হওয়া যুবক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ।অনলাইন বেটিংয়ে কয়েক ঘন্টায় টাকা দ্বিগুণের ফাঁদ। আর সেই প্রলোভনে পা দিয়েছিল বুদবুদের মহঃ সাবির নামে বুদবুদের এক যুবক। গোড়ার দিকে লগ্নি করে মোটা টাকা ফেরত আসছিল। বেশ কয়েকবার লগ্নি পর পাশার চাল উল্টো পথে চলা শুরু করে। রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্নে হেরাফেরির চক্রে পড়ে ওই যুবক।খেলার নাম ড্রিম-৪৪৪৪, পার্ক-এক্স বেট, ক্লাসিক -এক্স বেট, স্কাই এক্স বেট নামে একাধিক অনলাইন গেম। অভিযোগ ওইসব গেমের টিম লিডার বুদবুদের বাসিন্দা দুই যুবক আনন্দ গুপ্তা ও দীপক প্রসাদ। একজনের বাবা বস্ত্র ব্যাবসায়ী। অপরজনের বাবার জুয়েলারির দোকান। বুধবার বুদবুদ থানায় ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সাবির। এছাড়াও মেইল করে সাইবার পুলিশে।আনন্দ ও দীপক দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে বিভিন্ন অবৈধ সাইটের মাধ্যমে জুয়ার চক্র চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। ওই চক্রের অধীনে আরও ৪-৫ জন এজেন্ট রয়েছে বলে জানা গেছে। গ্রাহক জোগাড় করাই ছিল এজেন্টদের কাজ। বিভিন্ন মোবাইল নম্বরে অনলাইন গেম খেলার লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেই লিঙ্ক খোলার জন্য ক্রিয়েট করে দেওয়া হতো আইডি ও পাসওয়ার্ড। প্রতিদিন সকালে গ্রাহকদের জানিয়ে দেওয়া হত, ওই দিন জুয়া খেলার জন্য কত টাকা লগ্নি করতে হবে আর কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। লগ্নির টাকা কখনও অন্যের অ্যাকাউন্টে নেওয়া হত বলে অভিযোগ। আবার কখনও নগদে। কিন্তু নগদ টাকা কখনই নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা করতেন না আনন্দ, দীপকরা। তাঁদের অধীনস্থ তিন অনুগামীর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকার লেনদেন হতো। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভে কেউ সোনার গহনা, কেউ জমি গাড়ি বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে জুয়াতে লগ্নি করেছিলেন। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে এখন তাঁরা সর্বস্বান্ত। মহঃ সাবির অভিযোগে জানান,' ওইসব খেলার চক্করে পড়েছিলাম। টিম লিডার ছিল আনন্দ গুপ্তা ও দীপক প্রসাদ। প্রথমে মোটা টাকা রিটার্ন আসছিল। পরে শুধু হেরে যাচ্ছিলাম। কয়েক লক্ষ টাকা চলে গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন,' বুদবুদের একাধিক ছেলে আনন্দ ও দীপকের ফাঁদে গেম খেলে কয়েক কোটি টাকা খুইয়েছে। তাই এইসব গেম বন্ধ করে এই দুজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।' অভিযোগ জমা পড়তেই বেপাত্তা চক্রের মূল দুই পান্ডা আনন্দ গুপ্তা ও দীপক প্রসাদ। এদিন আনন্দ গুপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের দোকানে যাওয়া হলে, বাড়ীর লোক সাফাই দেয় বেড়াতে গিয়েছে। এমনকি তাঁর ফোনও স্যুইচড অফ। দীপক প্রসাদকেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

Ref. No.F.6(1-39)-AGMC/P&P/College/SCS/2021-22 (Sub-I) Dated: September 26, 2023

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

Invites e-Tender for "Providing sweeping, cleaning and round the clock upkeep in Boys Hostel, Girls Hostel, Nurses Hostel, Mohanpur CHC & RHTC under AGMC & GBP Hospital, Agartala for 1 (one) year". The concerned DNIT will be available for being downloaded from the e-Tendering portal https: //tripuratenders.govt.in on 26.09.2023 from 05:30 p.m. onwards. Last date of bid submission is 16.10.2023 up to 5:00 p.m. Corrigendum/Addendum/Cancellation, if any, will be published exclusively on the aforesaid e-tendering portal.

ICA/C-2436/23

(Dr. Sankar Chakraborti)
Medical Superintendent &
Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO,
EE-IED/PWD/AGT /50/2023-24 dated 25/09/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percéntagé rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1.	DNIT No.EE-IED/AGT/76/23-24	Rs/-8,44,193.00	Rs/-16,884.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 04/10/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 04/10/2023, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2424/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/EE/KLSD/2023-24 dated 22.09.2023

The **Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on 12-10-2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT-25/EE/KLSD/2023-24	Rs.22,10,142.00	Rs.44,203.00	270 Days	Up to 15.00 Hrs on 12-10-2023	At 16.00 Hrs on 12-10-2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT-16/EE/KLSD/2023-24	Rs.22,81,614.00	Rs.45,632.00	90 Days				
3	DNIT-41/SE(I)/KGT/2023-24	Rs.62,36,453.51	Rs.1,64,729.00	120 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

(Er.K.G De)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura.

ICA/C-2430/23

AMC-তে GIS-ভিত্তিক সম্পত্তি করের উপর প্রেস বিজ্ঞপ্তি:-

১. আমাদের দেশের সমস্ত শহরাঞ্চলের মতো এএমসি-র সম্পত্তি করের আওতায় কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, রাস্তার আলো, জল নিষ্কাশন, শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের মতো মৌলিক নগর পরিষেবা প্রদান করা হয়।

২. *কেন জিআইএস ভিত্তিক সম্পত্তি কর।*

(ক) এখন পর্যন্ত এএমসি পুরানো স্বয়ং মূল্যায়ন সিস্টেম ব্যবহার করছিল যাতে নাগরিকরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তির ভিত্তি এলাকা, বিল্ডিংয়ের ধরন (পাক্কা বা কাঁচা), ব্যবহার (বাণিজ্যিক বা আবাসিক), দখল গুস্বয়ং বা ভাড়া নেওয়া) ঘোষণা করে। কিছু নাগরিক তাদের সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলি কম ঘোষণা করতেন বা ভুল ঘোষণা করতেন।

(খ) জি আই এস ভিত্তিক সম্পত্তি কর আধুনিক ডিজি পি এস ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সার্ভে প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে যেখানে আগরতলা পৌরসভার আওতাধীন সমস্ত সম্পত্তির তুমি জরিপ এবং উপগ্রহ ভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানচিত্র ব্যবহার করে সঠিকভাবে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলগুলি প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। এএমসির এখন আগরতলার সমস্ত সম্পত্তির সঠিক পরিমাপ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অত্যাধুনিক আইটি সিস্টেমের সাথে সমর্থিত।

(গ) এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। নাগরিকরা এই লিঙ্কের মাধ্যমে তাদের সম্পত্তির কর জানতে পারবেন।

৩. *এটি বাস্তবায়নের আগে একটি নাগরিক মতামত নেওয়া হয়েছিল:-*

(ক) প্রস্তাবিত জিআইএস পদ্ধতি প্রতিদিন from 12th May to 28th May 2023 তারিখে সকল স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, নাগরিক মতামতের জন্য অনুরোধ করছি।

(খ) ২০২৩ সালের মে মাসে বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনসাধারণের সঙ্গে একটি পরামর্শ কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৪. *সম্পত্তি করের হার কি বেড়েছে? :*

(ক) না, করের হার বদলায়নি।

৫. *কী কী পরিবর্তন হয়েছে।*

(ক) এখনকার নাগরিকের স্ব-ঘোষণা স্থূল জরিপের মাধ্যমে যথাযথভাবে যাচাই করে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

(খ) Advanced GIS Property Tax System Software & Database এ ইতিমধ্যে সকল তথ্য সংরক্ষিত আছে বিদ্যমান পুরাতন ফর্মুলা ব্যবহার করে কর গণনা করবে। যে সব নাগরিক অনলাইনে বা অফলাইনে বিল দিতে পারবেন, তাঁদের কাছে বিল পাঠাবে এএমসি।

(গ) বিলে সম্পত্তির সমস্ত বিবরণ দেখানো হয়েছে স্বচ্ছতা।

(ঘ) নাগরিকরা তাদের কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনে ছবি সহ সম্পত্তির বিবরণ দেখতে পারেন।

(ঙ) নতুন নির্মাণের প্রতিফলন ঘটাতে সম্পত্তির ডাটাবেজ প্রতি মাসে ০৬ টি হালনাগাদ করা হবে।

৬. *কিভাবে সম্পত্তি কর গণনা করা হয়:*

(ক) এটি বার্ষিক সম্পত্তি মান (এপিভি) APV= প্লিন্থ এরিয়া ভ্ইউনিট এরিয়া মান X বয়স ফ্যাক্টর X স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর X দখল ফ্যাক্টর X ব্যবহার ফ্যাক্টর ব্যবহার করে গণনা করা হয়।

(খ) এএমসি এলাকা ভূমি মূল্য সংযোগ ও উন্নয়নের অবস্থা বিবেচনা করে সম্পত্তি অঞ্চল এ, বি, সি. ডি.তে বিভক্ত।

(গ) ২০১৬ সাল থেকে একই সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭. *কেন কিছু নাগরিকের বিলে সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে এবং কেন কিছু নাগরিক যারা ২০২৩-২৪ সালের জন্য সম্পত্তি কর প্রদান করেছেন তারা এখনও বিল পেয়েছেন?*

(ক) এএমসি-র ওয়ার্ড সংখ্যা ২০১২-১৩ সালে ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ করা হয় এবং ২০১৯ ২০ সালে আরও বাড়িয়ে ৫১ করা হয়। এছাড়াও ওয়ার্ড সীমানা ডি লিমিটেশন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল।

(খ) নতুন সফওয়্যারটি সম্পত্তির মালিকদের নামের উপর ভিত্তি করে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে কর বকেয়া তথ্য এবং পরিশোধের অবস্থাকে মেলে ধরেছে। সম্পত্তির মালিকদের নাম পরিবর্তন বা পুরনো পদ্ধতিতে নামের বানান ভুল হওয়ায় প্রায় ৫-১০ শতাংশ সম্পত্তির মিল নেই। এই সমস্যা কেবলমাত্র নতুন সিস্টেমের শুরুতেই হবে এবং এএমসির নজরে এলে তা সংশোধন করা হবে।

(গ) পুরানো সম্পত্তি কর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিগুলি ঘর নং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেহেতু নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি সম্পত্তিকে একটি অদ্বিতীয় আইডি বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যে সীমানার ওয়ার্ড নম্বরে কোনও পরিবর্তন না করে নতুন সিস্টেম দ্বারা বরদ সম্পত্তির আইডি একই থাকবে!

৮. *আপনার প্রপাটি ট্যাক্স বিলে মিস-ম্যাচ লক্ষ্য করলে কী করবেন:*

(ক) পূর্ববর্তী পরিশোধিত রসিদ সংযুক্ত করে citizenfeedbackumc@gmail.com নম্বরে আপনার অভিযোগ ই-মেইল করুন।

[Link- Citizen- https://agartalasmartcityservices.in/e-amce/#/agartalaPay]

(খ) ইমেইল-প্লাস ব্যবহার না করলে পূর্ববর্তী পরিশোধিত রসিদসহ সংশ্লিষ্ট এএমসি জোন অফিসে সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।

(গ) উপরে বর্ণিত সকল অভিযোগ ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৯. *কেন সরকারি জমি দখল করে সম্পত্তি কর বিল পাচ্ছেন?*

(ক) ত্রিপুরা মিউনিসিপাল অনুসারে (সম্পত্তি মূল্যায়ন ও সংগ্রহ) বিধিমালা ২০১৬ (বিধি ৪/৩৪), অবৈধভাবে দখলকৃত বা নির্মাণাধীন জমি ও ভবন, অবৈধ দখলদার দখলের তারিখ থেকে উচ্ছেদের তারিখ পর্যন্ত কর প্রদান করতে হবে। মিউনিসিশ্যাল অ্যাক্ট ২০১৬-র ২৯ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, সম্পত্তি কর বিলে অবৈধ জমি বা ভবনের বৈধ মালিকানা দেওয়া হয়নি।

১০. আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাদের নাগরিকদের অনুরোধ করে যে তারা এই বিষয়ে কোনও মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না এবং আমাদের শহরের উন্নয়নের জন্য আধুনিক জিআইএস ভিত্তিক সিস্টেম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ইন্দো-বাংলা ফ্রেন্ডশিপ প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। এতে স্থানীয় আরো দুটো দল ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারী মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং নীলজ্যোতি ট্যুর এন্ড ট্র্যাভেলসও অংশ নিয়েছে। টুর্নামেন্টের শুরুতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুখ্যত দু”দেশের মেলবন্ধনে এ ধরনের আয়োজনে উদ্যোক্তা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক তপাজ্জল হোসেন, কর্পোরেটর অলক রায়, টি আই ডি সি চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, সভাপতি প্রণব সরকার, সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম মন্ত্রণালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রীমতি ওসীন চাকমা প্রধান অতিথিকে সংবর্ধনা জানান। ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে এবং কার্যকরী সদস্য সমরেশ দে অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কার্যকরী সদস্য সুপ্রভাত দেবনাথ। এ.ডি. নগর স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় নীলজ্যোতি ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। চারদিন সফরের তৃতীয় দিনে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সফরকারী চট্টগ্রাম জার্নালিস্ট স্পোর্টস ক্লাবের প্রতিনিধি দল রাজ্যের বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

ইন্দো- বাংলা ফ্রেন্ডশিপ প্রীতি ফুটবল আসর দারুণভাবে শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল এসোসিয়েট পার্টনার তথা কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম মন্ত্রণালয়, নীলজ্যোতি ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস, ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেট, আইএলএস হসপিটাল থেকে শুরু করে কো-স্পন্সর সকলকে ইউনিয়নের সম্পাদক সন্তোষ গোপ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned invites sealed spot tender from the interested suppliers / businessman for purchasing of Musical Instruments, Sports materials, Purified drinking water cooler and quotation to be submitted in a sealed envelope on or before 06/10/2023 in the tender box of SDM, Karbook.

Sl. No	Type of materials /items with Quantity	Remarks
1	**Procurement of Musical Instruments & Sports team for distribution under 43-Karbook Assembly Constituency.** (1)Harmonium-10 Nos. (2) Long Drum(Dol)-10 nos. (3) Kartall-10Nos. (4) Duflee-10nos. (5) Big Drum-10nos. (6) Side Drum-10ncs.. (7) Pocket connect-10nos. (8) Jun-Jhuna-10nos. (9)Trump pad-10nos. (10) Kalabanchi-10nos. (11) Foot ball-31nos. (12) Carom Board- 5nos.	As per lowest rate will be approved by lower purchase committee
2	**Procurement of Purified drinking water cooler for installation in the Hospitals/PHCs** (4) Karbook Hospital- 1No (5) Silachari PHC- 1No. (6) Ghorakappa PHC- 1No.	

N.B.: Term & conditions may be collected from SDM Office, Karbook, Gomati District.

(Partha Das, TCS, Gr.I)
Sub-Divisional Magistrate,
Karbook, Gomati District

ICA/C-2441/23

Society for Entrepreneurship Development [SOFED]
Society for Entrepreneurship Development
We make and shape entrepreneurs
An ISO 9001:2015 & 1082:2018 Certified Organization
ITI Road, Indranagar, Agartala, Tripura – 799006
Phone/Fax: (0381) 2350799, email: sofed_agartala@rediffmail.com
Visit us at www.sofed.tripura.gov.in

No: SED/ESTT/ DSW&E)/1(145)/2023/ 1536

Date: - 27/09/2023

RECRUITMENT NOTIFICATION NO: 07/2023-24

Online applications are invited through website https://sofed.tripura.gov.in from the eligible candidates permanently residing in Tripura for the post mentioned below for placing under different Government Department/PSUs/Project.

Item No	Name of the post	No. of Post
1	Project Coordinator	01 (UR)
2	Counselor	01 (UR)
3	Child Helpline Supervisors	03 (UR-02,ST-01)
4	Case Workers	03 (UR-02,ST-01)
5	State Mission Coordinator	01 (UR)
6	Gender Specialist	02 (UR-01, ST-01)
7	Research & Training Specialist	02 (UR-01, ST-01)
8	Accounts Assistant	01 (UR)
9	Office Assistant (with computer knowledge)	01 (UR)
10	MTS	01(UR)
11	District Mission Coordinator	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post (UR-01, ST-01)
12	Gender Specialist	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post (UR-01, ST-01)
13	Specialist in Financial Literacy	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post (UR-01, ST-01)
14	Accounts Assistant	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post(UR-01, ST-01)
15	DEO (for PMMVY Work)	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post (UR-01, ST-01)
16	MTS	Total Posts: 08 (UR-04, ST-03, SC-01) Women reservation out of total post (UR-01, ST-01)
17	Data Clerk	01 (UR)
18	City Mission Manager (Social Mobilization & Institution Development)	01 (UR)
19	State NAMASTE Coordinator	01 (UR)
20	Chemist	Total Post: 21 (UR-11, ST-06, SC-04) Women reservation out of total post (UR-04, ST-02, SC-01)
21	Microbiologist	Total Post: 21 (UR-11, ST-06, SC-04) Women reservation out of total post (UR-04, ST-02, SC-01)
22	Assistant Block Coordinator	Total Post: 58 (UR-28, ST-17, SC-10, Ex-Serviceman-UR-01, PH- Blindness or Low Vision-UR -01, PH-Hearing imparment-ST-01). Women reservation out of total post (UR-10, ST-06, SC-04)
23	Solid & Liquid Waste Management (SLWM) Coordinator	Total Post 58 (UR-28, ST-17, SC-10, Ex-Serviceman-UR-01, PH- Bindness or Low Vision-UR -01, PH-Hearing imparment-ST-01). Women reservation out of total post (UR-10, ST-06, SC-04)

The details of the posts like qualification, experience, wages/salary, age limit, application fee etc. may be seen at website https://sofed.tripura.gov.in. The last date for submission of online application is 7th October, 2023.

Member Secretary (SoFED)

ICA/D-1039/23

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION KHUMULWNG
NOTICE INVITING TENDER NO-2/ELWADC/2023-24/Dated, 26-09-29223

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form 7 by the Executive Engineer Chvision TTAADC on behalf of TTAAD.C authority from bonafied resourceful construction Agencies firms/ ented contractors registered in appropriate class of TTAADC/ any State PWD/CPWD/MES/ Railway upto 3.00 PM on 13-10-2023 for the following works Name of work & DNIT No

Sl No	Name of work & DNIT No	Esitamed cost	Earnest money	Time of completion
1	2	3	4	5

1. Imp. of road from Joy Krishna para, Sri santosh Debbarma house to crematory shed, Paschim Jirania Khowai VC inder Khumulwng Sub-Zone during the year 2023-21/SH:- i) Providing and laying flat brick soling (L-290.00 mtrs).
DNIT No :- 01/EE(W)/ADC/2023-24 Dt. 22/09/2023
Rs. 6,11,496.00 Rs. 6,115.00 03 (three) Months.

2. Imp. of road from Sukuram house to Somnath Debbarma house at Sovamani para, East belbari VC under Belbari Sub-Zone, TTAADC during the year 2022-23 (Road length -00650.0 mtr)/SH:- Formation of road ii) Cross drain iii) Side drain iv) Providing flat brick soling.
DNIT No :- 02/EE(W)/ADC/2023-24 Dt. 22/09/2023
Rs. 18,09,480.00 Rs. 18,095.00 03 (three) Months.

3. Imp. of road from Lefunga - Dainmara main road to Kwtal Maikhor Para (L=1.00 KM) inder Rajghat VC Abhicharan Sub-Zone during the year 2023-24 / SH:- Constn, of RCC retaining wall (L=62.00 mtr) at ch. 0.780 KM & 0.810 KM and ii) Constn. of Box cell (ch. Span = 3.00 mtr) at ch. 0.807 Km)
DNIT No :- 03/EE(W)/ADC/2023-24 Dt. 26/09/2023
Rs. 17,57,720.00 Rs. 17,577.00 04 (four) Months.

4. Imp. of road from Balua bari to Twisakwthang Para (RL-34.00 mtrs). under Ramsankar VC Hezamara Sub-Zoneduring the year 2023-24 / SH:- Constn. of CC Block near existing Box cell Culvert and flat bricj soling (L=180.00 mtrs.)
DNIT No :- 04/EE(W)/ADC/2023-24 Dt. 26/09/2023
Rs. 8,65,929.00 Rs. 8,659.00 04 (four) Months.

(Er D. Debbarma)
Executive Engineer West Division,
TTAADC, Khumulwng

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 1500 Hrs, 13-10-2023 and web site of TTAADC
For details please visit www.ttaadc.gov.in

TTAADC/ICA/C-49/2023

(Er D. Debbarma)
Executive Engineer West Division,
TTAADC, Khumulwng

সুপার লিগ শুরুর আগে ফরোয়ার্ড লাল বাহাদুরের ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সুপার লীগের আগে আরও একটা হাইভোল্টেজ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল। ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে দুই দলই সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সুপার লিগের লাইনআপ তৈরিতে সেরা চার দলের পজিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাভাবিক কারণে এই সেরা চারের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আগামীকালের ম্যাচটির কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে বৈকি। ফরোয়ার্ড ক্লাব এ পর্যন্ত ৭ টি ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় এবং তিনটিতে ড্র রাখার সুবাদে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় তৃতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় ও একটিতে ড্র এর সুবাদে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ শীর্ষে রয়েছে। সুপার লিগে নিজেদের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎকারের আগে লিগ পর্যায়ের শেষ প্রান্তে দু”দলের এই ম্যাচটিতে কে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তার উপর নির্ভর করবে সুপার লিগে কে কেমন খেলবে। উল্লেখ্য, আগামীকাল ফরওয়ার্ড ও লাল বাহাদুর ব্যামাগারের ম্যাচের পর লীগের অন্তিম ম্যাচে ২৯ সেপ্টেম্বর এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। আগামীকালের ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারা লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে আসবে ঠিকই, তবে লীগের শেষ ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘও চেষ্টা করবে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে আসতে।

জোলাইবাড়িতে ফুটবল লাভামনি একাদশ জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। জোলাইবাড়ি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ২০-তম ম্যাচে আজ, বুধবার লাভামনি ফুটবল একাদশ জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে গগনচন্দ্রপাড়া ফুটবল একাদশকে, ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে। বিজয়ী দলের হয়ে জয় সূচক গোলটি করে নিলাফ্রু মগ। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের মাথায় নিলাফ্রু মগ-এর গোলে লাভা মনি একাদশ ১-০ তে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে আর গোল না হওয়ায় নিলাফ্রু মগ-এর গোলটি জয় সূচক গোলের রূপ নেয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি শিব শংকর জমাতিয়া। আগামীকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের পঞ্চম ম্যাচে ইউনাইটেড পিত্রায় পাড়া ফুটবল ক্লাব খেলবে পূর্ব পিলাক ফুটবল একাদশের বিরুদ্ধে। খেলা শুরু হবে বেলা ২ টায়।

গান্ধীগ্রামে ত্রিপুরা প্রো-কাবাডির আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা প্রো কাবাডি শুরু হতে যাচ্ছে আগামী তিন অক্টোবর থেকে। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এই ত্রিপুরা প্রো কাবাডি ২০২৩ শেষ হবে ৫ অক্টোবর। খেলা হবে গান্ধীগ্রাম বাজার মাঠে। বিশেষ করে গান্ধীগ্রাম বাজার কমিটির উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা অ্যামেচার কাবাডি এসোসিয়েশনের সক্রিয় সহযোগিতায় আগামী তিন থেকে পাঁচ অক্টোবর গান্ধীগ্রাম বাজার মাঠে ত্রিপুরা প্রো কাবাডি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আধুনিক ক্রীড়ার প্রেক্ষাপটে এই প্রো কাবাডিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সংখ্যা এবং নাম বিস্তারিত তাঁরা ইতোমধ্যে জানাবেন বলে খবর রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টা প্রচারে আনার জন্য প্রাক্তন বিধায়ক তথা অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণধন দাস এক চিঠিতে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

আফসপা-র অধীনে গোটা মণিপুরকে ''উপদ্রুত অঞ্চল'' ঘোষণা

ইমফল, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজধানী ইমফল সহ ১৯টি নির্দিষ্ট থানা এলাকা ছাড়া সমগ্র মণিপুর রাজ্যকে ''উপদ্রুত অঞ্চল'' বলে ঘোষণা করেছে সরকার। আজ বুধবার মণিপুর সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যে চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, সংক্ষেপে আফসপা-র অধীনে ছয় মাসের জন্য সমগ্র রাজ্যকে ''উপদ্রুত অঞ্চল'' হিসেবে ঘোষণা করেছে।রাজ্য সরকারের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন-এর বলে রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভেদকামী শক্তি / উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র মণিপুর রাজ্যে সাধারণ প্রশাসনকে সাহায্য করবে সশস্ত্র বাহিনী।বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, তবে রাজ্যের ১৯টি থানা এলাকা যথাক্রমে (১) ইমফল (রাজধানী), (২) ল্যামফেল, (৩) শহর, (৪) সিংজামেই, (৫) সেকমাই, (৬) লামসাং, (৭) পাটসই, (৮) ওয়াংগই, (৯) পরম্পত, (১০) হেইঙ্গাং, (১১) লামলাই, (১২) ইরিলবুং, (১৩) লেইমাখং, (১৪) থউবাল, (১৫) বিষ্ণুপুর, (১৬) নামবোল, (১৭) মইরাং, (১৮) কাকচিং এবং (১৯) জিরিবামকে আপাতত সম্পূর্ণ উপদ্রুত অঞ্চলের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ (আফসপা)-এর আবেদন অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য বাড়িয়েছে। এদিকে, মণিপুরের থউবাল জেলায় অবস্থিত বিজেপির একটি মণ্ডল কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে উত্তেজিত জনতা।জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে থউবাল জেলায় বিজেপির একটি কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে জমায়েত হয় বিশাল জনতার দল। আচমকা জনতার দল কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া জনতা কমপ্লেক্সে দণ্ডায়মান একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও অফিসের গেট, জানালা এবং উইন্ডশিল্ডও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলমান জাতি সংঘর্ষে বিজেপি কার্যালয়ে হামলার ঘটনা এই প্রথম নয়, এর আগে জুন মাসে থউবাল জেলায় বিজেপির তিনটি কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করেছিল।অন্যদিকে, নিখোঁজ দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ইমফল উপত্যকায় নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হলে পরিস্থিতি আজ আবারও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুই ছাত্রকে হত্যার প্রতিবাদে ইমফল উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল করেছে আজ।

দেশে চতুর্থ রাজ্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হাত ধরে চালু ই-ক্যাবিনেট। ছবি নিজস্ব।

সরকার জনস্বার্থে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যাতে সঠিক সময়ে বিভিন্ন পরিষেবা পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে। জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কোনভাবেই উপেক্ষা করা চলবে না। রাজ্যের বর্তমান সরকার জনস্বার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এগুলি যথাযথ ভাবে রূপায়ণ করতে হবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন এখন উৎসবের মরসুম। সামনেই আসছে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এই সময়ে বিদ্যুৎব্যবস্থা যাতে কোনভাবেই বিঘিত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তিনি পানীয় জলের উৎস ও পাম্পহাউজগুলিতে সঠিক ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সামনেই শুখা মরসুম আসছে। শুখা মরসুম আসার আগেই এই বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। জলজীবন মিশনের আওতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই যাতে পশ্চিম জেলার সমস্ত বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করতে তিনি পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সঠিক সময়ে বিভিন্ন পরিষেবা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল যাতে ক'ষকরা পেতে পারেন সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। জেলার যেসমস্ত রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন সেগুলি পূজার আগেই সম্পন্ন করে নেওয়ার জন্য তিনি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের জেলা প্রতিনিধি জানান, জেলায় জলজীবন মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৮৪ হাজার ১২১টি বাড়িতে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জলসম্পদ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সি'ই যোজনায় এবছর ১৪০টি মলবোর খননের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৩৮টি মলবোর খনন কাজ শেষ হয়েছে।এর মধ্যে ১৩২টি মলবোর চালুও করা হয়ে গেছে। ২টি মলবোর খনন কাজ চলছে। রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি বছরে জেলার তিনটি রেশম শিল্প কেন্দ্র এলাকার ১৫০ একর জমিতে তুঁত বাগান করা হয়েছে। এতে ১৭১টি তঁত চাষি পরিবার উপক'ত হয়েছে। সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের জেলা প্রতিনিধি জানান, চলতি বছরে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ৪,২৯০টি ক'ষক পরিবারকে পোল্টি ফার্ম প্রকল্পে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬০৪টি পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই যোজনায় ১৪৩০টি পরিবারকে হাঁস পালন প্রকল্পেও সহায়তা দেওয়া হবে। সভায় মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এবছর মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় জেলার ৪,৫৩৫টি পরিবারকে মৎস্য চাষে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের জেলা প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জেলার ১৬৪জন ক'ষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ ম'র করা হয়েছে। এজন্য ৭০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া এখন পর্যন্ত জেলার ১৭ হাজার ১০৯ জন ক'ষক প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সম্মাননিধি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছেন এবং বছরে ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্যের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগন এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

বনকর্মীদের হাতে আটক অবৈধ কাঠের মেইল সহ জেনেরেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা অভয়ারণ্য ত্রিপুরার অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র। শুধু এই রাজ্যের নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় স্থান। বনদস্যুদের হাতে নির্বিচারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দামী দামী গাছ। একদল বনদস্যু সুযোগ পেয়ে গাছের লগ পাচার করে সে কাঠের লগ গুলো নিয়ে অবৈধভাবে চেড়াই করে কাঠ গুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। গত মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় গোকুলনগর এবং বুধবার সকাল ছয়টা নাগাদ এন সি নগর এলাকা থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় বন দপ্তরের কর্মীদের হাতে অবৈধ দুটো চেড়াই কাঠের মেইল এবং দুটো জেনারেটর উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। জানাযায় অবৈধভাবে বিভিন্ন এলাকায় বনদস্যুরা সেই পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

খবর পেয়ে সিপাহীজলার চড়িলাম রেঞ্জ এবং বিশালগড় রেঞ্জের বনকর্মীরা গোকুলনগর এবং এন সি নগর দুটো এলাকাতে হানা দেয়। বনকর্মীদের আসার খবর পেয়ে বনদস্যুরা চেড়াই কাঠের মিল এবং জেনারেটর ফেলে পালিয়ে যায়। এসডিএফও পল্লব চক্রবর্তী জানান আগামী দিনে কর্মীদের টহলদারি আরো জোরদার করা হবে। বনদস্যুদের বিরুদ্ধে এই অভিযান জারি থাকবে বলে জানান বন দপ্তরের আধিকারিক পল্লব চক্রবর্তী।

ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত সেনাসদস্য

রাজৌরি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে এক সেনা জওয়ান গুরুতর আহন হন। রাজৌরি জেলার নওশাহরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখায় বুধবার ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে এক সেনা জওয়ানের গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার এক সামরিক আধিকারিক জানিয়েছেন, নওশাহরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহল দেওয়ার সময় এক জওয়ান ভুলবশত একটি ল্যান্ডমাইনে পা রাখেন। তারফলেই তার বিস্ফোরণ ঘটে। আহত সেনার নাম নায়েক ধীরজ কুমার মাগরাতি। সামরিক আধিকারিক আরও জানান, আহত সেনা জওয়ানকে উধমপুরের নর্দান কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ঝর্ণা দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি রাজ্য মহিলা কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছে ঝর্না দেববর্মা। বুধবার তিনি মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য তিনি রাজ্য মহিলা কমিশনের বিদায়ী চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এদিন বিদায়ী চেয়ারম্যান নতুন চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এইদিন প্রথমে বিদায়ী চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী সহ মহিলা কমিশনের অন্যান্য সদস্যা ও কর্মীরা নয়া চেয়ারম্যান ঝর্না দেববর্মাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি নয়া চেয়ারম্যান ঝর্না দেববর্মা উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামীকে। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঝর্না দেববর্মা বলেন, নতুন এই দায়িত্ব গ্রহন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি বলেন, যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করবেন।

মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার সকালে কৈখালীর সংহতি পার্ক এলাকার একটি বাড়ির ভেতর থেকে এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাঁর নাম রানি সুরানা। এই রহস্যমৃত্যু নিয়ে সন্দেহ ঘনাচ্ছে এলাকায়।জানা গিয়েছে বুধবার সকালে এয়ারপোর্ট থানায় কর্তব্যরত পুলিস অফিসারের কাছে একটি খবর আসে। জানানো হয়, একটি বাফির দরজার নিচ দিয়ে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়ে আসছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এয়ারপোর্ট থানার পুলিস।পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে আর এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বাড়ির মালিক রিশা রায় জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে হাত কাটা অবস্থায় ওই মহিলা তিনতলায় মালিকের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে মালিক রিশা রায় পুলিসকে কোনও কিছুই জানাননি।

প্রধানমন্ত্রী মানব সম্পদ উন্নয়ণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর মানব সম্পদ উন্নয়ণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মহিলাদের ক্ষমতায়ণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। একটা দেশ কতটা উন্নতি করেছে সেটা বুঝা যায় সেই দেশে মহিলাদের উন্নয়নের উপর। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের সুস্থ রাখা, শিক্ষিত করা ও দেশকে আত্মনির্ভর করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মোহনপুর প'ায়েত সমিতি হলে আজ মোহনপুর প্রজেক্ট লেভেল ষষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।ক'ষিমন্ত্রী বলেন, পোষণ অভিযানের মাধ্যমে গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়। অপুষ্টির জন্য অনেক মায়েদের মৃত্যুও হত। বর্তমানে এই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, শিশুদের প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন তাদের মা। তাদের প্রথম স্কুল হল তাদের বাড়ি। সন্তানদের ভালভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও প্রসেনজিৎ দেবনাথ, এমএসএসএসকে এর নোডাল অফিসার ডা. অন্তরা চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টের সিডিপিও সুদীপ সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রিনা দেববর্মা। আজ এই অনুষ্ঠানে ১০ জন গর্ভবতী মাকে পুষ্টি কিট বিতরণ করা হয়। ৫ জন প্রসূতি মাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্য ২০টি শিশুকে অতিরিক্ত পুষ্টি কিটস বিতরণ করা হয়। ৫ জন দিব্যাঙ্গজনকে সহায়কসামগ্রী বিতরণ দেওয়া হয়।

জিরানীয়ায় সমবায় দপ্তরের সহনিয়ামকের কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন শুক্লাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। পূর্বতন সরকারের সময়ে রাজ্যে সমবায় দপ্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলি রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। বর্তমান সরকার আসার পর গত ৬ বছরে ল্যাম্পস ও প্যা'গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সমাজের অন্তিম বক্তিও যেন সরকারী প্রকল্পের সুফল পায় সেজন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ জিরানীয়ায় সমবায় দপ্তরের সহনিয়ামকের কার্যালয়ে উদ্বোধন করে একথা বলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনীস্থিত জিরানীয়া কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির অফিসে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারমান প্রীতম দেবনাথ বলেন, সহনিয়ামকের অফিস চালু হওয়ায় সাধারন মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় নিয়ামক এস মগ। তিনি জানান, এই অফিসটি ১৯তম নিয়ামক কার্যালয়।

বিশ্রামগঞ্জে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার সিপাহীজলা জেলার জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জে শচীন দেব বর্মন সাংস্কৃতিক কলা ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তর এবং সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই মহতী কর্মযজ্ঞের শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার , ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, শিক্ষা দপ্তরে জয়েন্ট ডারেক্টর উৎপল চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক মলয় ভৌমিক, সিপাহীজলা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক পাঞ্চালী দেববর্মা, মুখ্য আলোচক তুহিনা মন্ডল মল্লিক সহ অন্যরা। ২০৪ তম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপনে চারা গাছে জল দিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুখ্যাত গুন্ডাদের সন্ধানে, উত্তর ভারতের ছয়টি রাজ্যের ৫৩টি স্থানে অভিযান চালাল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) বুধবার খালিস্তানি সন্ত্রাসী এবং গুন্ডাদের খোঁজে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সহ ছয়টি রাজ্যের ৫৩ টিরও বেশি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে পিস্তল, গোলাবারুদ, বিপুল সংখ্যক ডিজিটাল ডিভাইস এবং অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এনআইএ যে ছয়টি রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাবের ৩০টি, রাজস্থানের ১৩টি এবং হরিয়ানায় চারটি, ইউপি, উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লিতে একটি করে। বর্তমানে এই রাজ্যের তিনটি জায়গায় অভিযান চলছে। সন্ত্রাসবাদী, গুন্ডা এবং মাদক চোরাচালানকারীদের সাথে যোগসূত্র সহ অনেক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে এনআইএ।পাঞ্জাবের মোগা জেলা থেকে গ্যাংস্টার আরশ দালার এক সঙ্গীকে আটক করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন জেলার উধম সিং নগরের বাজপুর থানা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালায় এনআইএ।এনআইএ তদন্তে জানা গেছে, বিভিন্ন রাজ্যের জেলে বসে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং বিদেশী অপারেটিভদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গত বছর পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রের নির্মাতা সঞ্জয় বিয়ানি, খনির ব্যবসায়ী মেহল সিং এবং আন্তর্জাতিক কাবাডি খেলোয়াড় সন্দীপ নাঙ্গল আম্বিয়ার চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড।এনআইএ এর আগে ৩৭০ টিরও বেশি জায়গায় একই রকম অভিযান চালিয়েছিল যেখানে ৪টি ধারালো অস্ত্র সহ মোট ৩৮টি অস্ত্র এবং ১১২৯ রাউন্ড গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এনআইএ এখনও পর্যন্ত ৮৭ টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ১৩ টি সম্পত্তি ক্রোক করেছে। এছাড়াও ৩৩১টি ডিজিটাল ডিভাইস, ৪১৮টি নথি ও দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুইজন পলাতককে পৃথক সন্ত্রাসী এবং ১৫ জনকে পলাতক অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে। আরও ৯ জনের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করা হয়েছে।এনআইএ তদন্ত অনুসারে, অনেক অপরাধী এবং গ্যাংস্টার যারা আগে ভারতে সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা এখন বিদেশে পালিয়ে গেছে এবং এখন সেখান থেকে তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে।এই অপরাধীরা ভারত জুড়ে জেলে বন্দী অপরাধীদের সহযোগিতায় চুক্তি এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা সহ গুরুতর অপরাধ পরিকল্পনা ও সম্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে। এসব গোষ্ঠী টার্গেট কিলিং, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, হাওয়ালা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে নৃশংস কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছে।

জনগণের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের মূল অভিমুখ হচ্ছে একেবারে প্রান্তিক এলাকায় বাসবাসকারী ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়া। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস বর্তমান সরকারের মূল চালিকাশক্তি। রাজ্যের জনগণের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত লাভার্থি পরিবার মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিপুরা শহরী আজীবিকা মিশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মার্গ দর্শনে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত করছে। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে দেশ ক্রমশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। আর সেটা প্রতিফলিত হয়েছে সদ্য অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে। মহিলা ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের মহিলাদের সামনের সারিতে নিয়ে যেতে প্রয়াস নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে। চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সরকারি মার্কেট স্টল বন্টনের ক্ষেত্রেও মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যে সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ছাত্রীদের জন্য ফি মকুব করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের জনজাতি মহিলাদের হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, রিসা ইত্যাদি কুটির শিল্প তৈরির মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলার বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সরকারি চাকরির পাশাপাশি আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন স্বউদ্যোগীও গড়ে উঠছেন। জনগণের মধ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রবণতা প্রতিটি প্রান্তে এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মিশন মুডে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ রূপায়িত করছে। আগামীদিনে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা সহ ভারতবর্ষ আরও☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।